مشتاق الهداة الي اختلاط الرواة

মুফতী ওমর ফারুক আনোয়ারী

মুফতী আলমগীর কবির

এবং

উলূমুল হাদিস ২০২৩ - ২৪ এর সকল ছাত্রবৃন্দ

জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা

কাঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢাকা - ১২৩০

কিতাবঃ আল ইখতিলাত

প্রকাশকালঃ ১৪৪৫ হিজরী, ২০২৪ খৃষ্টাব্দ

সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানেঃ মুফতি ওমর ফারুক আনোয়ারী

শায়খুল হাদীস, জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা

ও প্রধান মুশরিফ, আত তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস।

জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা

মুফতী আলমগীর কবির নেত্রকোনা

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা

ও মুঈনে মুশরিফ, আত তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীস।

জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা ঢাকা

সূচিপত্র

تعريف الاختلاط (ইখতেলাতের সংজ্ঞা):-

সর্বপ্রথমاختلاط এর অভিধানিক অর্থের পরিচযঃ

(اختلط الرجل (অর্থ:- লোকটির মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে গেছে। যেমন বলা হয় اختلاط اللبن بالتراب অর্থা দুধ মাটিতে মিশে গেছে আরো বলা হয়,

اختلاط الحابل بالنابل অর্থাৎ তাল গোল পাকিয়ে গেছে। আর إختلط الشيء بالشيء অর্থ خالطه -:অর্থাৎ তার সাথে মিশলো যেমন বলা হয় اختلطوافي الحديث অর্থ:- তারা হাদীসের ক্ষেত্রে গোলযোগ পূর্ণ হলো বা বিবাদে লিপ্ত হলো। আরো বলা হয় إختلط فلان অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে গেছে। আর رجل خلط بين الخلاطةঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে নির্বোধ ও মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে গেছে। এমনিভাবে যখন মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে যায় তখন বলা হয় اختلط عقله فهو مختلط অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে গেছে তাই সে মুখতালিত হয়ে গেছে।

আর কেউ কেউ বলেছেন تداخل الأشياء بعضها في بعض অর্থাৎ বস্তুর কিছু অংশ তার অপর কিছু অংশের মধ্যে অনু প্রবেশ করা ।

যেমন বলা হয় خلطت الماء باللبن অর্থ:- পানি দুধের সঙ্গে মিশে গেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি অপরটির সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে মিশে গেছে।

আর অন্য কেউ বলেছেন خولط في عقله অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো।

মোট কথা اختلاط এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে فسادالعقل وتغيره عما كان عليه من الصحة অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃতি ও পরিবর্তন হওয়াকে اختلاط বলে। إختلاط

এর পারিভাষিক সংজ্ঞাঃ إختلاط এর কয়েকটি تعريف রয়েছে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো

১ هو فساد العقل وعدم إنتظام الاقوال والأفعال. অর্থাৎ إختلاط হলো মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়া এবং কথা ও কর্ম ঠিক মতো না হওয়া।

২.আল্লামা সাখাবী (রহ.) (মৃত্যু ৯02হি.)

বলেন إنه فسادالعقل وعدم إنتظام الأقوال والأفعال إمابخرف أو ضرر أوعرض أومرض

অর্থ إختلاط -:হলো মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটা এবং কথা ও কর্মের সুবিন্যস্ততা না থাকা হয়তো সেটা বার্ধক্যের কারণে অথবা বিপদের অথবা দুর্ঘটনার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে।

৩ هو ضعف القوة البدنية التي تؤدي إلي ضعف العقل والحفظ. অর্থাৎসেটা হলো শারীরিক শক্তির এমন দুর্বলতা যা মস্তিষ্ক ও স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

4.هوأن يكون سوء الحفظ طارئا علي الراوي الثقة إما لكبره أو لذهاب بصره أو خرفه أو فساد عقله أو لإحتراق كتبه او عدمها بأن أن يعتمدها فرجع إلي حفظه فساء فهذا هو المختلط অর্থাৎ ثقه রাবীর উপর سوء الحفظ তথা মন্দ মুখস্থ করণ আরোপিত হওয়া হয়ত তার বার্ধক্যের কারণে অথবা দৃষ্টি শক্তি চলে যাওয়ার কারণে অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়ার কারণে অথবা কিতাব পুড়ে যাওয়ার কারণে অথবা কিতাব না থাকায় হিফজের উপর নির্ভর করে হাদিস বয়ান করত! পরবর্তীতে দেখল যে হিফজ শক্তি খারাপ হয়ে গিয়েছে সুতরাং উক্ত ব্যক্তি مختلطহিসাবে পরিগণিত হবে।

৫. মোল্লা আলী কারী রহ.(মৃত্যু ১০১৪ হি.) বলেন المختلط بكسر اللام،وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الفعل

والقول إما بخرف أو ضرر أو مرض أوعرض من موت ابن أو سرقة مال كالمسعودي أوذهاب كتب كابن لهيعة

أواحتراقهاكابن الملقن.

অর্থাৎ(তিনি বলতে চাচ্ছেন যেمختلط) এটি লামে كسرةএর সাথে পড়া হয়।

আর مختلط এর বাস্তবতা হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃতি হওয়া এবং কর্ম ও কথা ঠিক মত না হওয়া হয়তো

বার্ধক্যের কারণে অথবা কোন বিপদের কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে অথবা কোন দুর্ঘটনার কারণে যেমন ছেলের মৃত্যু হওয়া অথবা মাল চুরি হয়ে যাওয়া যেমনটি আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসুদ এর ক্ষেত্রে হয়েছে অথবা কিতাব সমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যেমন আবদুল্লাহ ইবনে লাহিয়া এর ক্ষেত্রে হয়েছে অথবা কিতাবপুড়ে যাওয়ার কারণে যেমনটি ইবনে মুলাক্কিন এর হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত যে অসুস্থতা অথবা দুর্ঘটনা অথবা দৃষ্টিশক্তির সমস্যার

কারণে হিফজ শক্তির মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয় সেটিকে পরিভাষায় اختلاط বলা হয়না হ্যাঁ তবে

যদি সেটি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে اختلاط হিসাবে বিবেচিত হবে কেননা اختلاط এর বাস্তবতা হচ্ছে

মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটা।

৬. অনেকে এভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন أهو ان يعرض للراوي عارض من العوارض يجعله غير ثقه وذلك بأن يصيبه

الكبر الشديد باسقامه فيدعه عرضة للاختلاط، او يذهب بصره وهو معتمد على القراءه فيها، ثم يحدث من حفظه بعد ذلك

فتضيع الثقه بحديثه

অর্থ:- বর্ণনাকারী হঠাৎ কোন عوارض তথা অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছেন যেটা

তাকে অবিশ্বস্ত বানিয়ে দিয়েছে। এটা এ কারণে তিনি বার্ধক্যের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তার إختلاط তথা কোন বিষয় মিশ্রণের আকাঙ্ক্ষায় থাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথবা

তার দৃষ্টি শক্তির বিলুপ্তি ঘটেছে যে কারণে তিনি ক্বিরাত তথা পড়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

অতঃপর তিনি তার হিফজের উপর নির্ভর করে হাদিস বর্ণনা করেন এজন্য তিনি নিজের হাদিসের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

অথবা তিনি শেষ বয়সে مختلط ছিলেন অথবা তার স্মৃতিবিভ্রাট ঘটেছে এভাবে যে তার কথা কাজে

মিল থাকে না। তাহলে তিনি ওই সময়ে যা কিছু বর্ণনা করবেন অথবা যা কিছু তার নিকট অস্পষ্ট মনে হবে সেগুলো পরিত্যাগ করা হবে।

পছন্দনীয় সংজ্ঞা হলো:

আকল বিকৃতি এবং কথা ও কাজের অমিল এটি আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ দ্বারা সমর্থিত।

ভাষার দিক থেকে বলা হয় (مختلط মিশ্রিত ব্যক্তি) তার বিবেককে বিকৃত করেছে এবং إختلاط

জ্ঞানের কলুষতা।

পরিভাষাগত ভাবে বলা হয় বর্ণনাকারী হঠাৎ এমন কোন বিষয়ে সম্মুখীন হয়েছেন যা তাকে কে আত্মবিশ্বাসী হতে দেয় না।

যেমন: চরম বার্ধক্য অথবা বয়সের ভারত্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অথবা তিনি বিভ্রান্তির

শিকার হয়েছেন।

والله اعلم بالصواب

মাওলানা মোঃ সোলায়মান

হাফেজ মাওলানা মোঃ ইয়াহইয়া

اختلاط এর কারণ সমূহঃ

এমন অনেক সিক্বা রাবী আছে যাদের মৃত্যুর পূর্বে তাদের اختلاط হয়েগেছে।

সেদিকে ইশারা করে ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন

(عامة من يحدث يختلط قبل موته ، وإنما المضعف للشيخ أن –

يروي شيئا زمن إختلاطه(.

এমন অনেক মুহাদ্দিস যাদের মৃত্যুর পূর্বে إختلاط হয়েগেছে এবং তারা إختلاط অবস্হায় কোন হাদীস বর্ণনা করার কারণে ضعيف সাব্যস্ত করা হয়েছে

আমরা এমন অনেক হাদীসের ইমামগণ কে পেয়েছি যারা إختلاط হওয়াকে শেষ বয়স বা বয়োবৃদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন

যেমন তারা বলেন ، تغيّر بأخره – وإختلط بآخره – كبّر وإختلط – এ ধরণের আরো অন্যান্য শব্দ সমূহ ব্যবহার করে থাকেন

আর উপরোক্ত সবগুলোই আগলাবী তথা অধিকাংশ সময় ব্যবহার হয়ে থাকে তাছাড়া কখনো কখনো اختلاط টা যৌবন কালেও হয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে যেমন কেউ কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতো পরে সে অন্ধ হয়ে যায় আর সে যা বর্ণনা করতো তা সে মুখস্থ করেনি অথবা

অথবা প্রিয়জন হারানোর শোকের প্রভাব তার হেফজের মধ্যে পরে (জেহেনে প্রভাববান্নিত হয়) অথবা এ ধরণের আরো অন্যান্য করণে.

কারণ গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

: من تغير بسبب الكبير (1) বায়োবৃদ্ধতার কারণে যাদের إختلاط হয়ে গেছে বায়োবৃদ্ধতার কারণে অনেক রাবির إختلاط হয়েগেছে আর إختلاط টা সবচেয়ে বেশি এই কারণেই হয়ে থাকে

যেমন (١.- صالح بن نبهان مولى توأمة)المتوفى١٢٥

ইমাম আহমদ রহ. বলেন : মদিনার বড় বড় মুহাদ্দিস গণ তার থেকে বর্ণনা করেছেন

তিনি বলেন – ইমাম মালেক রহ. বলেন (ليس بثقة – সে নির্ভরযোগ্য নয়)

ইমাম মালেক রহ. তাকে পেয়েছিলেন এবং বৃদ্ধবয়সে তার إختلاط হয়ে গেছে.

অনুরুপ إختلاط হয়েছে

.٢عطاء بن السائب)التوفى.٣ (١٣٦ محمد بن الفضل السدوسي التوفى .٤ (٢٢٤ جرير بن عبد الحميد) المتوفى (١٨٨

আরো প্রমুখ রাবীগণ

من تغير بسبب صياع الكتب (2)2

কিতাব নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার কারণে যাদের إختلاط হয়েগেছে

যেমন محمد بن جابر بن سيار الحنني اليمامي :

(صدوق . ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا ، و عمي فصار يلقن

আরো হলেন–

عبد الرزاق بن عمر الدمشقى أبو بكر الشامي

হুশাইম রহ. বলেন: তার কিতাব হারিয়ে গেছে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে বের হলেন আর

তিনি তার কিতার নতুন একটি ব্যাগে রাখলেন এবং তার কাপড় পুরাতন একটি ব্যাগে রাখলেন অতপর একজন চোর এসে তার নতুন ব্যাগ টি নিয়ে গেলো এবং তার কিতাবগুলোও হারিয়ে গেলো

এরপর যখনই তিনি যুহরীর কোন হাদিস শুনতেন। তিনি বলতেন এটা আমি শুনেছি।

قال معاوية بن صالح : سمعت يحي قال : عبد الرزاق صاحب الزهري . قال أبو مسهر

سمعت : سعيد يقول ذهبت كتبه فخلط و اضطرب

(3) বাড়িব আসবাব পত্র বা সম্পদ চুরি হওয়ার কারণে যাদের اختلاط হয়েগেছে। যেমন عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي

ইমাম যাহাবী বেহঃ) আবু নয়ব থেকে নকল করেন যে আবু নযব বলেন: অবশ্যই আমি জানি যে কারণে مسعودی এর إختلاط হয়েগেছে আমরা একদিন তার নিকট ছিলাম সে তার সন্তানের জন্য শোক প্রকাশ করছিল হঠাৎ তার কাছে একজন লোক আসলো অতপর সে খবর দিলো তোমার ছেলে ১০ হাজার দেরহাম নিয়ে পলায়ন করেছে।

সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো অতঃ পর আমাদের নিকট বের হলো যে অবস্থায় তার إختلاط হয়েগেছে

(4) কোন মসিবতের কারণে إختلاط হয়েগেছে যেমন প্রিয়জন হারানোর শোকে বা অন্যান্য কারণে

যেমন) ١٤٠ المتوفى (سهيل بن أبي صالح السمّان -

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন তার একজন ভাই ছিলো সে মারা যাওয়ার পরে তার حفظ এর মধ্যে ত্রুটি পাওয়া গেছে।

অনুরুপ ছিলেন ابراهيم بن احمد بن عبد الرحيم الاسترابادي তার উপনাম হলো أبو اسحاق সে ছিলো يوسف بن أحمد بن عبدالرحيم এর ভাই

এবং محمد بن المنادي তিনি একজন সিক্বা রাবী ছিলেন এবং সে একবার বাহন থেকে পড়ে যাই এবং সাথে সাথে তার বোধশক্তি এলোমেলো হয়ে যায় এবং সেই অবস্তায় সে ইন্তেকাল করেন

(5) অসুস্থতা জনিত কারণে যাদের إختلاط হয়ে গেছে

যেমন يحي بن يمان العجلي الكوفي -:

قال الإمام أحمد ليس بحجة

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন- (সে দলিল যাগ্য নয়)

قال ابن المديني : صدوق، فلج فتغيّر حفظه

এবং অনুরূপ ছিলেন-

عفان بن مسلم الصفار

قال أبو خيثمة أنكرنا قبل مونه أيام

(আবু খাইছামা বলেন তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সে আমাদেরকে ও চিনতে অস্বিকার করে)

ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন- তার এই পরিবর্তনটা এসেছিল মুমূর্ষু অবস্থায় আর এই অবস্থায় তিনি কোন হাদিস বর্ণনা না করার কারণে

তার হাদিস বর্ণনা করতে কোন সমস্যা নেই

(6) যার হেফজ দুর্বল এবং অন্ধত্বের কারণে إختلاط হয়ে গেছে

যেমন) عبد الرزاق بن همام الصنعاني) المتوفى ٢١١

قال الإمام أحمد – في رواية اسحاق بن هاني عبد الرزاق – لا يعبأ بحديث من سمع منه – وقد ذهب بصره

(ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন আব্দুর রাযযাক রহ اسحاق بن هاني. থেকে যেই সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেন-তাতে কোন সমস্যা নেই অতপর তার দৃষ্টিশক্তি চলে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে বাতিল হাদিস তালকিন করতে থাকে. আর তিনি ইমাম যুহরী থেকে প্রচুর হাদিস বর্ণনা করতেন আর আমরা সেগুলোকে তার মূল কিতাবে গিয়ে তার বর্ণনার বিপরীত দেখতে পাই

একবার ইমাম আহমাদ রহঃ أبو ورعة কে বলেন আমরা দুইশত হিজরীর পূর্বে আব্দুর রাজ্জাকের নিকট আসলাম যখন তিনি দৃষ্টিশক্তির অধিকারি ছিলেন

যারা তার থেকে শ্রবণ করেছেন দৃষ্টির শক্তি চলে যাওয়ার পরে সেটা হলোضعيف السماع

অনুরুপ ছিলেন

سويد بن سعيد أبو محمد الهروي

ইমাম ইবনে হাজার রহ. বলেনقال ابن حجر: صدوق فى نفسه إلاّ أنه عمي فصار يتلقن ماليس من حديثه

(ইমাম ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন তিনি স্বয়ং সত্যবাদী তবে তিনি ছিলেন অন্ধ পরে তিনি এমন সব হাদীসের তালক্বীন করতেন

যেগুলো হাদীস ছিলো না

মাওলানা মোঃ হুসাইন আহমদ

মাওলানা মোঃ হাবিবুল্লাহ মুখতার

মুখতালিত রাবীর স্তরঃ

মুখতালিত রাবীর কয়েকটি স্তর রয়েছে। যেমন :

১ / ঐ সকল রাবী যাদের গড়বড়) اختلاط (অনেক বেশি হয়েছিল।

২ / ঐ সকল রাবী যাদের গড়বড়) اختلاط (কম হয়েছিল।

৩ / ঐ সকল রাবী যাদের গড়বড়) اختلاط (দীর্ঘ সময় ছিলো।

৪ / ঐ সকল রাবী যাদের গড়বড়) اختلاط (অল্প সময় ছিলো।

⁕ যাদের গড়বড় অনেক বেশি হয়েছিলো তাদের একজন হলেন ফিতর ইবনে হাম্মাদ ইবনে ওয়াকেদ আল বসরী। আবু হাতেম রহ: বলেন (ليس بالقوي – তিনি শক্তিশালী নন) আর আবু দাউদ রহ: বলেন (تغيرا شديدا – অনেক বেশি পরিবর্তন হয়েছে) অনুরূপভাবে কুরাইশ বিন আনাস রহঃ এর ইখতিলাতও অনেক বেশি ছিলো। ইমাম বুখারী রহঃ বলেন (اختلط ست سنين فى البيت – তিনি বাড়িতে ছয় বছর মস্তিস্ক বিকৃত অবস্থায় ছিলেন) আর ইবনে হিব্বান বলেন كان شيخاصدوقا إلا – اختلط فى آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به তিনি একজন সৎ শায়েখ ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তার মস্তিস্ক এতটাই বিকৃত হয়েছিল যে তিনি কী বর্ণনা করছেন তা তিনি জানতেন না। এ অবস্থায় তিনি ছয় বছর জীবিত ছিলেন। ফলে তার রিওয়াতের মধ্যে এমন মুনকার বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যা তার পূর্ববর্তী হাদিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

তাদের মধ্যে আরো ছিলেন মুহাম্মদ বিন ফযল আসসাদুসি আবু নোমান আরিম।

আবু হাতেম রাঃ বলেন জীবনের শেষ দিকে তার মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো এবং বিবেক বুদ্ধিও দূরীভূত হয়ে গিয়েছিলো। ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন– আমি জানতে পেরেছি যে আরেম ২১৩ হিজরিতে মুনকার রেওয়ায়াত করা শুরু করেছেন। তারপর তার মস্তিস্ক আরো বিকৃত হয়ে যায়। ফলে ২১৬ হিজরীতে তার ইখতিলাতের বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়ে যায়।

যাদের সামান্য পরিমাণ ইখতিলাত হয়েছিলো তাদের কয়েকজন হলেন আব্দুল মালেক বিন উমায়ের আললাখমী আবু ইসহাক সাবেয়ী। আর ইমাম যাহাবীর মতে সাইদ মাকবুরীর ইখতিলাত সামান্য পরিমান ছিলো।

তাইতো "মাআরিদুর রদ" নামক কিতাবে তিনি বলেছেন– যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তাদের স্মৃতিশক্তি কমে যায় এবং বিবেক বুদ্ধিও হ্রাস পেয়ে যায়।কিন্তু তাদের এখতিলাত হয়নি। আর তাদের হাদীস ইসলামের সকল কিতাবে বিদ্যমান আছে।

আর ইখতিলাতের বিষয় কমবেশি হওয়ার কারণে এক রাবীর ইখতিলাত অন্য রাবীর ইখতিলাত থেকে ভিন্ন হয়।

যেমন– কিছু রাবীর ইখতিলাত কয়েক মাস ছিলো। এর দৃষ্টান্ত হলেন ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আল হানযালী। যিনি ইবনে রাহুইয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু দাউদ রহঃ বলেন মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে তার (تغير গড়বড়) হয়েছে। তাই ঐ সময় তার থেকে যে সব হাদিস শুনেছিলাম তা বর্জন করেছি। আর কিছু রাবী আছে যাদের ইখতিলাত কয়েক বছর ছিলো। যেমন – কুরাইশ বিন আনাস রহঃ। তার আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে।

মাওলানা মুফতী মোঃ হাম্মাদ হাসান

হাফেজ মাওলানা মুফাসসির আব্দুল্লাহ আল মামুন

ইখতিলাত ও তাগায়্যুরের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্কঃ

তাগায়্যুর ইখতিলাতের তুলনায় ব্যাপক সুতরাং প্রত্যেক ইখতিলাতকে তাগায়্যুর বলা যাবে কিন্তু প্রত্যেক তাগায়্যুরকে ইখতিলাত বলা যাবে না। একারণেই তো বলা হয় যার স্মৃতি শক্তি কোন কারণে পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্তু পরিবর্তনটা মারাত্মক পর্যায়ের নয় তাহলে সে ইখতিলাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে রুপক ভাবে বাস্তবিক ভাবে না যেমন অন্ধ ব্যাক্তি। কেননা ইখতিলাতের মাঝে মুল হলো মেধা – স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া আর ইহার প্রভাব রাবীর কথা ও চলা ফিরার মধ্যে পড়া। অতএব আমাদের দাবি প্রমাণ করব ইমাম জাহাবির বক্তব্য দ্বারা উদাহরণ স্বরুপ : ইমাম জাহাবি আবদুল মালিক বিন উমায়ের আল লাখমির(১৩৬) জীবনিতে বলেন সে আবু ইসহাক সাবিয়ী(১২৭) ও সাঈদ আল মাকবুরির(১২৬)সমপর্যায়ের। তারা যখন বার্ধক্যের কবলে পড়লো তখন তাদের হেফজ ও স্মৃতি শক্তি হ্রাস পেলো কিন্তু তাদের ইখতিলাত হয়নি।

(মান তুকিল্লিমা ফিহ ও হুয়া মাওসুক পৃ.৩০১)

অনুরূপ আমাদের দাবি প্রমাণ করব শরহে ইলালুত তিরমিজি ইবনে রজব হাম্বলির সনি (কাজ) দ্বারা যেমন ইবনে রজব হাম্বলি মুখতালিত সেকা দাবির লিষ্ট উল্লেখ করার পর শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে

من يلحق بالمختلطين ممن اضر في اخر عمره

অর্থাৎ যারা শেষ জামানায় স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ইখতিলাত হয়ে গেছে।

(শরহু ইলালিত তিরমিযি খ.২ পৃ ৫৭৬)

মুয়াল্লিমী আল – ইয়ামানীর কিতাবে এমন কিছু আছে যা উপরের কথা শক্তিশালি করে । যেমন তাঁর কিতাবুত তানকিলে এসেছে ।

সুফিয়া বিন উয়ায়নার (১০৭-১৯৭)

(১)ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কত্বন তাঁর ব্যাপারে বলেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ইবনে উয়ায়না ১৯৭ হিজরিতে ইখতিলাত হয়ে গিয়েছিলো সুতরাং এসময় তাঁর থেকে যে শুনবে তার ঐ শুনা ধর্তব্য হবে না।

অতঃপর তিনি (মুয়াল্লিমী আল ইয়ামানী) বলেন ইয়াইয়া বিন সাঈদ আল কত্বান এর অভ্যাস অনুযায়ী ইখতেলাত শব্দ তাশাদ্দুদ (কঠোরতার) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অতচ ইবনে উয়ায়না আহলে ইলমদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং তিনি যদি পারিভাষিক ইখতিলাতের শিকার হতেন তাহলে আহলে ইলমদের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে পরতো।

(কিতাবুত তানকিল খ.১০পৃ. ৪৩৭)

মুয়াল্লিমী আল ইয়ামানী আরও উদাহরণ উল্লেখ করেছেন: যেমন তিনি মুহাম্মদ বিন মাইমুন আবু হামযা আসসুকরির (১৬৭) জীবনিতে বলেন

সে ইখতিলাত হয়নি কেননা ইমাম নাসাঈ তাঁর ব্যাপারে বলেন তিনি শেষ জামানায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং। সুতরাং যে ইহার পূর্বে তার থেকে হাদিস লিখতে তার হাদিস জায়্যেদ হবে। তিনি (মুয়াল্লিমী আল ইয়ামানী বলেন) ইবনে কত্বন আল ফাসি ইখতিলাত রাবিদের সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তার পক্ষে ইমাম নাসাঈর কথা ব্যতিত অন্য কোন প্রমাণ জানা যায় না। আর আমি জেনেছি এটা পরিভাষাগত ইখতিলাত নয়।

(কিতাবুত তানকিল খ.১০পৃ. ৭৯১ /৭৯২)

এ কারণে রিজাল ও জরাহ তা'দিলের কিতাব সমূহে একাধিক স্থানে তাগায়্যুরকে ইখতিলাতের স্থানে ব্যবহার করেছেন। মুহাদ্দিসগন কখনো কখনো ইখতিলাত শব্দের পাশাপাশি তাগায়্যুর শব্দ ব্যবহার করেন। আর অনেক সময় শুধু তাকায়্যুর শব্দ ব্যবহার করেন।

ইহার কিছু উদাহরণ:

(১)বাহার বিন মিরার আবু বাকরা সাকাফী

ইয়াহিয়া বিন সাঈদ আল কত্বন তার ব্যাপারে বলেন আমি তাকে ইখতিলাত পেয়েছি।একারণে আমি তার থেকে হাদিস লিখেনি। ইমাম নাসায়ী রহ: বলেন তার তাগায়্যুর হয়েছিলো।

(তাহযিবুত তাহযিব খ.১পৃ৪২২)

(২)হুসাইন বিন আব্দুর রহমান আস সুলামী (৪৩-১৩৬)

আবু হাতেম তাঁর ব্যাপারে বলেন তিনি সুদুক পর্যায়ের রাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষ জামানায় স্মৃতি শক্তি নষ্ট হয়েগিয়েছিলো।

আর ইয়াজিদ বিন হারুন বলেন তার ইখতিলাত হয়েছিল।

ইমাম নাসায়ী বলেন তাঁর তাকায়্যুর হয়েছিল।

ইবনুস সলাহ বলেন তাঁর ইখতিলাত ও তাগায়্যুর হয়েছিল।

(তাহযিবুত তাহযিবখ.২পৃ.২২৯)

(৩)খলফ বিন খলিফা বিন সাঈদ আল আশজায়ী(৯১-১৮১)

ইবনে সাদ তাঁর ব্যাপারে বলেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তার ইখতিলাত ও তাগায়্যুর হয়েগিয়েছিলো।

আহমদ বিন হাম্বল বলেন আমি তাঁর থেকে হাদিস শুনার জন্য গেলাম। যাওয়ার পর দেখি তার ইখতিলাত হয়ে গেছে। তারপর আমি তাঁর থেকে হাদিস শোনেনি।

(তাহযিবুত তাহযিব খ.২পৃ.৪০৩)

ইখতিলাত ও তালকিনের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক:

" তালকীন"এর সংগা : রাবী এক বা একাধিক হাদিস শায়েখের কাছে পেশ করবে যা তার হাদিস নয়। আর বলবে অমুক অমুক অমুকের সূত্রে বনর্না করেছে। তখন যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে বলা হবে আপনাকে তালকিন করা হয়েছিলো আর আপনি তালকিন গ্রহণ করেছেন। ইহার পর যদি শায়েখ উক্ত হাদিস বর্ণনা করে তাহলে ইহা তালকিনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সুরত হিসেবে বিবেচিত হবে।

আর শায়েখকে মিথ্যুক বানানো অথবা মিথ্যায় প্রসিদ্ধ বানানোর ইচ্ছায় যদি তালকিন করা হয়। তাহলে ইহা খুবই খারাপ উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে যদি তাঁর স্মৃতি শক্তি পরিক্ষার জন্য হয়। তাহলে ইহা খুবই ভালো কাজ হবে। যেমন প্রসিদ্ধ ইমামরা এ ধরনের কাজ করে থাকেন। তালকিন করা হাদিস সহীহ হবে অথবা মাওজু হাদিস হবে।আর মাওজু হাদিস তালকিন করা নি:সন্দেহে সহীহ হাদিস তালকিন করা থেকে নিকৃষ্ট। কেননা মুহাদ্দিসগান মিথ্যাহাদিস তালকিন করা ও মিথ্যা তালকিন গ্রহণ করা বরাবর খারাপ মনে করেন।

তালকিন কবুল করার কারণ:

(১) সার্বক্ষণিক স্মৃতি শক্তি দুর্বল থাকার কারণে। (২)উদাসিতা ও সন্দিহানের কারণে।

যদিও ইহার পূর্বে প্রখর স্মৃতি শক্তিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুতরাং প্রথমটার ক্ষেত্রে তার সকল হাদিস প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে শুধু তালকিন করা হাদিস প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

রাবীর তালকিন গ্রহণ করাটা তার ইখতিলাত ও দুর্বল স্মৃতি শক্তি হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

সিকা রাবীদের একটা জামাত যাদের স্মৃতি শক্তি শেষ জামানায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ইখতিলাত হয়ে গিয়েছিলো এবং এরপর তারা তালকিন গ্রহণ করত। মজার ব্যাপার হলো কিছু রাবী এরপর ঐ হাদিস গুলো বর্ননাও করেছে। অতএব তাদের থেকে বর্ণীত ঐ হাদিস গুলো পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

আর কিছু ইমামগন তালকিন ও প্রশ্ন ইখতিলাত প্রকাশ করার মধ্যে হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন

খতিবে বাগদাদীর কিফায়াহ নামক কিতাবে আছে;

আবুল আসওয়াদ আদ দুয়ালী বলছেন

কেউ যদি তাঁর ভাইকে মিথ্যুক বানাতে চায় সে যেন তাঁকে তালকিন করে।

ইয়াইয়া বিন সাঈদ বলেছেন শায়েখের তালকিন গ্রহণ করা এটা অনেক বড় মসিবত

(আল কিফায়া ফী ইলমির রেওয়া পৃ.১৪৯)

রাবী যদি সেকা হয় তাহলে তালকিন করা হাদিস ও তালকিনের পরের হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হবে কিন্তু পূর্বের হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হবে না।

রাবিদের তালকিন গ্রহণ করার একটা নমুনা :

আবু মুয়াবিয়া আ'তা বিন আজলান এর হেকায়ত বর্ননা করেন;

তিনি (আবু মুয়াবিয়া) বলেন কিছু মানুষ আমার একটা হাদিস আতা বিন আজলানের সামনে পেশ করে বললেন বলুন মুহাম্মদ বিন হাজেম আমাকে হাদিস বর্ননা করেছে তখন সে বলল মুহাম্মদ বিন হাজেম আমাকে হাদিস বর্ননা করেছে। তখন আমি বললাম হে আল্লাহর দুশমন আমিই মুহাম্মদ বিন হাজেম। আর আমি তোমাকে হাদিস বর্ননা করিনি।

ইমাম যাহাবী ইবনে মাঈনের কথা নকল করেছেন;

ইবনে মাঈন বলেন আ'তা বিন আজলানের জন্য বানানো হতো আর তিনি ঐ হাদিস বর্ণনা করতেন।

(তাহযিবুত তাহযিব খ. ৫ পৃ. ৯০)

তালকিন গ্রহণ কারী সেকা প্রসিদ্ধ রাবীদের লিস্ট :

(১)সেমাক বিন হরব আবুল মুগিরা আল হুজালী কুফী(১২৩)।

ইমাম নাসাঈ রহ: তাঁর ব্যাপারে বলেন সে একাকি হাদিস বর্ননা করলো তাঁর বর্ণীত হদিস দারা ইহতেজাজ পেশ করা যাবে না। কেননা সে তালকিন গ্রহণ করত। ইমাম শো'বা বলেন তাকে বলা হতো ইকরিমা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছে? তখন সে বলত হ্যাঁ ইকরিমা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছে।

(তাহযিবুত তাহযীব.খ.৩ পৃ.২২৯)

(২)সুঈদ বিন সাঈদ আবু মুহাম্মদ আল হারাবী আল হাদসানী (২৪৬)

সালেহ জাযরাহ তাঁর ব্যাপারে বলেন তিনি সুদুক পর্যায়ের রাবী ছিলেন। তিনি চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তালকিন গ্রহণ করতেন।

ইমাম বুখারী বলেন তাঁর সমস্যা আছে। তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তালকিন গ্রহণ করতোন।

ইমাম দারাকুতনী বলেন তিনি সিকা রাবী ছিলেন। তবে তাঁর বার্ধক্যের সময় কিছু মুনকার রেওয়ায়ত তাকে পেশ করা হতো সেটা তিনি কবুল করতেন।

(তাহযীবুত তাহযীব খ.৩ পৃ. ২৬২)

(৩)আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম আস সনাআনী(১২৬-২১১)

ইমাম আহমদ ইসহাক বিন হানির বর্ননায় বলেছেন আব্দুর রাজ্জাক তার দৃষ্টি শক্তি চলে যাওয়ার পর কার থেকে হাদিস শুনছেন তার পরওয়া করতেন না এবং তাকে বাতিল হাদিস তালকিন করা হত আর তিনি গ্রহন করতেন।

আল আসরাম বলেন আবু আব্দুলল্লাকে النار جبار

এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি বলেন এই হাদিস বাতিল। অতপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেসা করলেন আব্দুর রাজ্জাক থেকে এ হাদিস কে বর্ননা করেছে? আমি (আসরাম) বললাম আমাকে আহমদ বিন সাব্বুওয়াই বলেছেন এই হাদিসের রাবীরা তাঁর অন্ধত্বের পর শুনেছে। এসময় তাকে তালকিন করা হলে তিনি তালকিন গ্রহণ করতেন।

(তাহযীবুত তাহযীব খ.৪ পৃ.৪২২)

"তালকিন ও মিথ্যার মধ্যে সম্পর্ক "

ইখতিলাতের সবচেয়ে খারাপ সুরতের একটা হলো শায়েখের তালকিন গ্রহণ করা আর পরে তা বর্ণনা করা। কেননা অনেক সময় শায়েখ না বুঝে মাওজু হাদিসও গ্রহণ করেন। একারণেই অনেক ইমাম মাওজু হাদিস তালকিন করার পর গ্রহণ কারী শায়েখদেরকে কাযয়াব বলে আখ্যায়িত করেছন। যেমন :

হাম্মাদ বিন জায়েদ থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমি সালামা বিন আলকামাকে একটা হাদিস তালকিন করলাম। পরবর্তিতে সেই আমাকে ঐ হাদিস বর্ননা করলো। আবশ্য পরে ইহার থেকে ফিরে এসে বললো কেউ যদি তার ভাইকে মিথ্যুক বানাতে চাই সে যেন তাঁর ভাই কে তালকিন করে।

(আল কিফায়া ফী ইলমির রেওয়াহ পৃ. ১৪৯)

কাযযাব শব্দ তালকিন গ্রহণ কারী শায়েখদের উপর প্রয়োগ করার কারণ :

ইহার কারন হলো যখন শায়েখকে মাওজু হাদিস তালকীন করা হয় তখন তিনি তা গ্রহণকরেন এবং তিনি সন্দেহর সাথে তা স্বীকার করেন।এটা আমার হাদিস হাদিস। কেননা সে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা বলেননি। একারণেই ইবনে মাইন আতা বিন আজলানের ব্যাপারে বলেন ليس بشيئ، كذاب

ইবনে মাইন অন্য জায়গায় বলেন তাঁর নামে হাদিস বানানো হতো। আর তিনি ঐ হাদিস বর্ননা করতেন।

ইমাম ফাল্লাস বলেন كذاب:

ইবনে হিব্বান বলেন সে হাদিস শুনতো অতঃপর সে কি বলত সে নিজেই জানতো না। তিনি তালকিন গ্রহণ করতেন। এমনকি তিনি সেকা রাবীর থেকে মাওজু হাদিস বর্ননা করতেন। (তাহযীবুত তাহযীব খ.৫ পৃ. ৯০)

আর ইবনুল জাওজী কিতাবুয জুয়াফার মধ্যে মাওজু হাদিস বর্ননা কারী রাবিদের পাশাপাশি মুখতালিত রাবীদের ও উল্লেখ করেছেন

والله اعلم بالثواب

হাফেজ মাওলানা মোঃ মাহদী হাসান

হাফেজ মাওলানা মুফতী মোঃ নাঈমুল হাসান

ইখতিলাতের (তা'বীর) প্রকাশরীতির অন্যান্য শব্দাবলী :

রাবীদের ইখতিলাতের তা'বীরের ক্ষেত্রে নকদের (সমালোচনা) ইবারত (প্রকাশভঙ্গি) বিভিন্ন ধরনের হয়। তাই (জরাহ্ তা' দীলের ইমামগণ) কখনো "إختل " শব্দ ব্যবহার করে থাকেন| এবং কখনো "تغير " শব্দ ব্যবহার করেন। আবার কখনো বা "أنكر في سنة كذا" কিংবা "خرف " অথবা "إختل " শব্দ ব্যবহার করেন| পুর্বে "إختل " ও "تغير " উভয় শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অতিবাহিত হয়েছে| আমি এখানে অন্যান্য শব্দের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। (প্রথমত "خرف" শব্দের উদাহরণ) সালেহ বিন নাবহান মাওলাত-তা ওয়ামার ব্যাপারে আলী বিন মাদীনী বলেন :

" ثقه إلا أنه خرف وكبر فسمع منه الثوري بعد الخرف"

অর্থাৎ: সালেহ বিন নাবহান ছিক্বাহ (একজন গ্রহণযোগ্য রাবী) কিন্তু বার্ধক্যের কারনে তার ইখতিলাত হয়ে গিয়েছে। আর ইমাম ছাওরী খারিফের(ইখতিলাতের) পরে তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন|

)زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم :١ / ٦٤٣(

বলা বাহুল্য এখানে ""خرف " শব্দটা ইখতিলাতের অর্থ ধারণ করেছে ;কেননা আমরা আগেই বলেছি যে

আইম্মারা এজাতীয় শব্দ ইখতিলাতের ক্ষেত্রে

ব্যবহার করে থাকেন। أنكر في سنة كذا(এর

উদাহরন) ইমাম আবু দাউদ (রহ:) মুহাম্মদ

বিন ফজল আস-সাদূসী আ' রেমের ব্যাপারে

বলেন" بلغني أن عارما أنكر في سنة عشرةو :

مأتين"

((تاريخ بغداد١٣/ ٣٩٢ دارالكتب العلمية.

আর আ' ফ-ফান বিন মুসলিম আস-সাফ্ফারের ব্যাপারে আবু খায়সামার এ

ধরনের বক্তব্য রয়েছে। বক্তব্যটি তার শব্দে এরূপ " أنكر عفان قبل موته بأيام " :

)المختلطين للعلائي،لصلاح الدين العلائي١ / ٨٥).

বাকি রইল " إختل " শব্দের ব্যবহার যাহা খুব

সীমিত বরং তা দুর্লব।

)سوالات أبي طاهر السلفي لخميس بن علي الجوزي(

নামক কিতাবের মধ্যে রয়েছে : তিনি (আবু ত্বাহের) বলেন: আমি তাকে (খামীছ বিন আলী

আলজাওজী) আবু আব্দুল্লাহ আস-সাক্বতী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিতখন

তিনি বলেন: সে হলো মুহাম্মদ বিন আলী যিনি উখ্তে মাহদী নামে পরিচিত এবং তিনি

ছিলেন এমন ব্যক্তি যাকে তার মামা আবু বকর বিন মাহদী বর্ননা করেছেন তিনি আবু

বকর আন-নাক্কাশ থেকে(এবং তার কাছ থেকেই সহীহ বুখারী রেওয়াত করেছেন।)

ফেরাবরীর সুত্রেআর ফেরাবরী ইমাম বুখারী

থেকে নকল করেন যে"إختل بأخرة فترك

"حديثه অর্থাৎ শেষ বয়সে আবু আব্দুল্লাহ আস- সাক্বতী এর ইখতিলাত হয়ে গিয়েছিলো

ফলে তার হাদিস তরক করা হলো।

)سوالات السلفي لخميس الجوزي١ / .(٩٤

কাজেই আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে

পাচ্ছি যে এখানে আবু আব্দুল্লাহ আস- সাক্বতী এর ক্ষেত্রে " إختل " শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং

এর দ্বারা আইম্মারা রাবীর

ইখতিলাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এবং একই শব্দ ইমাম আবু আল-ক্বাতীঈর তরজামায় ব্যবহারক করা হয়েছে যা ইমাম

যাহাবী ইমাম ইবনুস-সালাহ থেকে নকল

করেছেন। তার বক্তব্যটি হলো:

" قال أبو عمرو ابن الصلاح إختل في آخر عمره،

حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه"

অর্থাৎ : ইবনুস- সালাহ (রহ:) বলেন: শেষ বয়সে তার(আবু বকর আল - ক্বাতীঈর) ইখতিলাত

হয়ে গিয়েছে এমনকি তার কাছে

যা অধ্যায়ন করা হয়েছিলো তিনি তাও বুঝতে

পারতেন না।

)ميزان الإعتدال١ / ٨٧ ، لسان الميزان١ / .(١٤٥

মাওলানা মোঃ জহিরুল ইসলাম

মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের প্রকারভেদ সংক্রান্ত আলোচনাঃ

মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের প্রকারভেদ এবং যারা তাদের সাথে মিলিত হবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা হাফিজ ইবনে রজব আল-হাম্বলী রহঃ সবচেয়ে সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে করেছেন। উলূমুল হাদিসের কিতাবাদিতে এমন সুন্দর ও বিস্তারিত আলোচনা আর কেউ করেনি।

হাফিজ ইবনে রজব আল-হাম্বলী রহঃ মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের তিন প্রকারে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের সাথে যারা যুক্ত তাদের ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলোঃ

► ১। প্রথম প্রকার মুখতালিত (মিশ্র) রাবী কোন একটি সময়ে তার হাদীস দুর্বল এবং অন্য সময় দূর্বল নয়। এবং এটিই সেই প্রসিদ্ধ প্রকার যেখানে মুখতালিত (মিশ্র) রাবী হিসাবে পরিচিত হওয়াটা তার জীবনের শেষভাগে মিশেছিল।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 আতা ইবনুস সাইব আল-সাকাফী (১৩৬ হি)

ذكر الترمذي في باب كراهية التزعفر والخلوق للرجال من كتاب الأدب من جامعه هذا ، قال :(يقال : إن عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه) .

وذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال : (من سمع من عطاء بن السائب قديماً فسماعه صحيح ، وسماع شعبة

(وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين عن عطاء بن السائب عن زاذان ، قال شعبة : سمعتهما منه بآخرة

وذكر العقيلي من طريق عمرو الفلاس عن يحيى بن سعيد قال : ما سمعت أحداً من الناس يقول في حديث عطاء بن السائب : شيئاً في حديثه القديم [ثم] قلت ليحيى : (ما حدث سفيان وشعبة صحيح هو ؟). قال :(نعم ، إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخرة) .

🔶 সাইদ ইবনু ইয়াস আল জুরাইরী (১৪৪ হি)

(قال ابن معين :(وسمع يزيد بن هارون من الجريري وهو مختلط

🔶 হুসাইন বিন আব্দুর-রহমান আল-সুলামী (১৩৬ হি)

قال ابن معين : اختلط بأخرة

قال أبو حاتم الرازي : في آخر عمره ساء حفظه

قال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين : ما روى هشيم و سفيان عن حصين صحيح ، ثم إنه اختلط

🔶 সাঈদ ইবনু আবি আরুবাহ (১৫৭ হি)

قال محمد بن عبد الله بن نمير في عبد الوهاب الخَفَّافً: كان أصحاب الحديث يقولون : إنه سمع منه بآخرة ،كان شبه المتروك ، و وكيع سمع من سعيد بآخرة ، وأبو نعيم سمع من سعيد بآخرة ، وزعم أبو أسامة أنه كتب عن سعيد بالكوفة. «

قيل لأحمد : روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى عنه البصريون ؟ قال : (هذا من حفظ سعيد ، كان يحدث من حفظه) .

. " وقال ابن عمار الموصلي : (سمع وكيع والمعافى بن عمران من سعيد بعد الاختلاط ، قال : وليست روايتهما عنه بشيء

🔶 আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনী উতবা ইবনী মাসউদ আল-মাসউদী (১৬০ হি)

قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول: كل من سمع من المسعودي بالكوفة مثل وكيع وأبي نعيم. وأما يزيد بن هارون وحجاج و من سمع منه ببغداد في الاختلاط إلا من سمع منه بالكوفة.

يعنى أن سماع من سمع منه بالكوفة صحيح ، ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط.

. ونقل حنبل عن أحمد قال : (سماع عاصم بن علي ، وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط

وذكر معاذ بن معاذ أن المسعودي قدم عليهم الكوفة مرتين ، وهو صحيح. قال : « ثم لقيته ببغداد سنة أربع وخمسين ومائة . (وهو صحيح ، ثم لقيته ببغداد مرة أخرى سنة أخرى سنة إحدى وستين وقد أنكروه

وقال محمد بن عبد الله بن نمير : " المسعودي كان ثقة ، اختلط بآخرة ، سمع منه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون . « أحاديث مختلطة ، وما روى عنه الشيوخ هو مستقيم

(وليحيى بن معين في المسعودي تفصيل آخر : ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن معين قال : " المسعودي ثقة

. وكان يغلط فيما يحدث عن عاصم بن بهدلة وسلمة - يعني ابن كهيل، وكان صحيح الرواية فيما يحدث. عن القاسم ومعن

► ক। অতঃপর তিনি এমন একদল মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর কথা উল্লেখ করেন যাদের সাথে তিনি যুক্ত করেন ঐ সকল রাবিদের যারা তার জীবনের শেষ দিকে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। আর তারা ভালভাবে মুখস্থ করতো না এবং তারা তাদের হিফজ (মুখস্থ) থেকে হাদিস বর্ননা করতো অথবা তালকিন করলো তালকিন গ্রহণ করতো।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 ইয়াজিদ বিন হারুন (২০৬ হি)

وقد ذكر أبو خَيْثَمة : أن يزيد بن هارون: كان يُعاب عليه أنه لما أُضِرّ كان يأمر جارية له أن تلقنه الأحاديث من كتابه فيحدث بها.

🔶 আব্দুর রাজ্জাক আস সান'আনি (২১১ হি)

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانى : عبد الرزاق لا يُعْبَأُ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره ، كان يلقن أحاديث باطلة ، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر ، جاؤوا بخلافها .

وقال النسائي : عبد الرزاق ما حُدِّث عنه بآخرة ففيه نظر.

وذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع يحيى بن معين قيل له : تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ : أنه مسح على الجبائر ؟ فقال يحيى : « باطل ، ما حدث به معمر قط.

🔶 আবু হামজা আস-সুক্কারি (২৬৮ হি)

قال أحمد في رواية ابن هانىء : (كان قد ذهب بصره ، وكان ابن شقيق قد كتب عنه وهو بصير ، قال : وابن شقيق أصح حديثاً ممن كتب عنه من غيره " .

وقال النسائي في (سننه » في أبي حمزة : « هو مَرْوَزي لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره . فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد " .

► খ। এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবী যাদের কিতাব আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা নিজেদের হিফজ (মুখস্থ) থেকে হাদিস বর্ননা করেন এবং ভুল করেন।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 আব্দুল্লাহ ইবনু লাহিয়া (১৭৪ হি)

كان أحمد يضعف حديث المتأخرين عنه،

وقال: قتيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري آخر من سمع منه، نقله عنه الأثرم.

وقال أبو حاتم الرازي: مروان بن محمد تأخر سماعه من ابن لهيعة فهو يحدث عنه يعني بمناكير.

► গ। এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবী যারা সিকাহ (বিশ্বস্ত) এবং তাদের সহিহ কিতাব ছিল অথচ তাদের হিফজে (মুখস্থে) কিছু সমস্যা ছিল।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনি (২১১ হি)

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانى : عبد الرزاق لا يُعبأُ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره ، كان يلقن أحاديث باطلة ، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر ، جاؤوا بخلافها .

وقال النسائي : عبد الرزاق ما حُدِّث عنه بآخرة ففيه نظر.

وذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع يحيى بن معين قيل له : تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي ﷺ : أنه مسح على الجبائر ؟ فقال يحيى : « باطل ، ما حدث به معمر قط.

🔶 আবদুল আজিজ আদ দারাওয়ার্দি (১৮৭ হি)

« : قال الأثرم : قال أبو عبد الله : « الدّرَاوَرْدِيُّ إذا حدث من حفظه فليس بشيء » أو نحو هذا ، فقيل له : في تصنيفه ؟ قال (ليس الشأن في تصنيفه ، إن كان في أصل كتابه ، وإلا فلا شيء ، كان يحدث بأحاديث ليس لها أصل في كتابه

قال : « ويقولون : إن حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسْتَعْذب له الماء" ليس له أصل في كتابه . . انتهى

وقد تقدم عن ابن معين أنه قال في حديثه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : تقتل عماراً الفئة الباغية : إنه لم يكن في كتابه أيضاً .

« وقال يحيى بن معين : (الدّرَاوَرْدِي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه .

► ২। দ্বিতীয় প্রকার হলো ঐ মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর হাদিস কোন কোন স্থানে দুর্বল কোন কোন স্থানে নয়।

তা তিন প্রকার:

► ক। প্রথম প্রকার। এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবী যে এমন জায়গায় হাদিস বর্ননা করে যেখানে তার কিতাব ছিল না এবং সে অন্য জায়গায় তার কিতাব থেকে হাদিস বর্ননা করে এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।
এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 মা'মার বিন রাশেদ (১৫৪ হি)

قال أحمد في رواية الأثرم: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة.

وقال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر، حيث قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه.

فمما اختلف فيه باليمن والبصرة. حديث "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة" رواه باليمن عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل مرسلاً. ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس.

والصواب المرسل.

ومنه حديث "إنما الناس كإبل مائة".

رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً. ورواه بالبصرة مرة كذلك، ومرة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه "أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة" الحديث.

قال أحمد في رواية ابنه صالح: معمر أخطأ بالبصرة (في) إسناد حديث غيلان، ورجع باليمن، فجعله منقطعاً.

🔶 হিশাম বিন উরওয়া (১৪৫ হি)

قول الإمام أحمد: كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن، أو قال أصح.

وقال يعقوب بن شيبة: هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، وذلك فيما حدث بالعراق خاصة، ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش، يسند الحديث أحياناً ويرسله أحياناً، لا أنه يقلب إسناده كأنه على ما يذكر من حفظه يقول: عن أبيه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويقول: عن أبيه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ. إذا اتقنه أسنده، وإذا هابه أرسله.

🔶 আব্দুর-রহমান ইবনু আবীয যিনাদ (১৭৪ হি)

وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد (بالعراق) ويصحح ما حدث به بالمدينة. قال: وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي عنه فهي حسان، نظرت فيها فإذا هي مقاربة وجعل علي يستحسنها.

► খ। দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন কেউ যারা মিশর বা কোন অঞ্চলের লোকদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের হাদীস মুখস্থ করেছেন এবং অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু মুখস্থ করেননি।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 ইসমাইল বিন আইয়াশ আল হিমসি (১৮১ হি)

[إذا حدث عن الشاميين (فحديثه) عنهم جيد.]

وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب.

هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة.

وقد ذكر الترمذي ذلك ـ أيضاً ـ في كتاب الوصايا في باب ما جاء "لا وصية لوارث".

وذكرنا هناك كلام الحفاظ بألفاظهم في هذا المعنى، وذكرنا كلامهم في إسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد، في ترجيح أحدهما على الآخر بما فيه كفاية.

🔶 বাকিয়া ইবনু ওয়ালিদ (১৯৭ হি)

وهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام، كبحير بن سعيد، ومحمد بن زياد، وغيرهما.

وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات، كذا وذكره ابن عدي وغيره.

وذكر سعيد البردعي، قال: قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي: إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا.

► গ। তৃতীয় প্রকার: এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবী যার থেকে মিশর বা কোনো অঞ্চলের লোকেরা বর্ণনা করেছেন। আর তারা তার হাদীস সংরক্ষণ করেছেন এবং অন্যরা তার থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা তার হাদীসের মূল্যায়ন (সংরক্ষণ) করেনি।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 যুহাইর বিন মুহাম্মদ আল খুরাসানী (১৬২ হি)

.وفصل الخطاب في حال رواياته أن أهل العراق يروون عنه (أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه في الصحيح فمن رواياتهم عنه

.وأهل الشام يروون عنه) روايات منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد بروايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار

قال أحمد في رواية (الأثرم: الشاميون يروون عنه أحاديث مناكير، ثم قال: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي منه عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر، أحاديث مستقيمة صحاح. وأما . (أحاديث أبي حفص التنيسي عنه، فتلك بواطيل موضوعة، أو نحو هذا. أما بواطيل فقد قاله

.وقال البخاري في زهير: روى عنه ابن مهدي والعقدي، وموسى ابن مسعود وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير

.قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر

وقال البخاري ـ أيضاً ـ: روى عنه الوليد بن مسلم، وعمرو ابن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر، وهشام بن عروة، وأبي حازم.

.قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلبوا اسمه

،(وقال أبو حاتم: في حفظه سوء، وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه فما حدث من حفظه ففيه أغاليط . (وما حدث من كتبه فهو صالح

قال ابن عدي: لعل الشاميين حيث رووا عنه أخطأوا عليه فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى

🔶 মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যীব (১৫৮ হি)

.ذكر مسلم في كتاب التمييز أن سماع الحجازين منه، يعني أنه صحيح

.قال: وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير، قال: ولعله كان يلقن فيتلقن يعني بالعراق

،وذكر أن ذكر الاستسعاء في العتق، في حديث ابن عمر، إنما رواه عن ابن أبي ذئب، ابن أبي بكير، قال: وسماعه منه بالعراق

فيما نرى، وأما ابن أبي فديك فلم يذكر عنه السعاية، وهو سماع الحجازيين

► ৩। তৃতীয় প্রকার: এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবী যারা স্বতন্ত্রভাবে সিকাহ কিন্তু কিছু শায়খের হাদীসে তারা দুর্বল। এই দলে অনেক লোক অন্তর্ভুক্ত।

এমন মুখতালিত (মিশ্র) রাবীর দৃষ্টান্ত হলোঃ

🔶 হাম্মাদ বিন সালামাহ আল-বসরী (১৬৭ হি)

قال يعقوب بن شيبة: حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد، إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم متقن لحديثهم مقدم على غيره فيهم. منهم: ثابت البناني، وعمار بن أبي عمار.

وقال أحمد في رواية الأثرم: لا أعلم أحداً أحسن حديثاً عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديماً، يروي أشياء مرة يرفعها. ومرة يوقفها. قال: وحميد يختلفون عنه اختلافاً شديداً.

وقال في رواية أبي الحارث: ما أحسن ما روى حماد عن حميد.

وقال في رواية أبي طالب: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد وأصح حديثاً.

وقال أيضاً في روايته: حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديماً، يخالف الناس في حديثه، يعني في حديث حميد.

وقال أحمد في رواية علي بن سعيد: محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه.

وأما سماعه من أيوب فسمع منه قديماً، قبل حماد بن زيد ثم تركه وجالسه حماد بن زيد فأكثر عنه، وكان حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة، قاله الإمام أحمد أيضاً.

وقال في رواية حنبل: حماد بن سلمة يسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه.

قال البيهقي: حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة. وقد

ذكرنا في الزكاة حديث حماد، عن قيس، عن أبي بكر بن حزم، في فرائض الصدقة.

وقال أحمد في رواية الأثرم: حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند.

وقال مسلم في كتاب التمييز: اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل المعرفة

🔶 জারির বিন হাযিম আল-বসরী (১৭০ হি)

قال ابن مهدي حجبه أولاده، فلم يسمع منه في اختلاطه بشيء، ولكن يضعف في حديثه عن قتادة.

قال أحمد: كان يحدثهم بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها (بواطيل).

وقال ـ أيضاً ـ: كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يسند أشياء، ويوقف أشياء.

وقال عبد الله بن أحمد، عن يحيى بن معين: ليس به بأس.

قال عبد الله: فقلت له: يحدث عن قتادة عن أنس بأحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء و هو عن قتادة، ضعيف.

وقد أنكر عليه أحمد ويحيى وغيرهما من الأئمة أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكروا أنت بعضها مراسيل أسندها.

🔶 আসিম ইবনু বাহদালাহ (১২৭ হি)

قال حنبل بن إسحاق: (ثنا) مسدد، (ثنا) أبو زيد الواسطي، عن حماد بن سلمة، قال: كان عاصم يحدثنا بالحديث الغداة عن زر، وبالعشي عن أبي وائل.

قال العجلي: عاصم ثقة في الحديث، لكن يختلف عليه في حديث زر وأبي وائل.

হাফিজ ইবনে রজব আল-হাম্বলী রহঃ শরহু ইলালিত তিরমিযী কিতাবে মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন এটি তার সংক্ষিপ্তসার। যা হাদিসের পরিভাষা সম্পর্কিত বইগুলিতে পাওয়া যায় না।

যেমনটি ড. নুরুদ্দীন ইতর-ও বলেছেন। তিনি শরহু ইলালিত তিরমিযী কিতাবের হাশিয়ায় বলেন : (হাফিজ ইবনু রজব আল-হাম্বলী রহঃ উলূমুল হাদীসের গ্রহনযোগ্য কিতাবাদীতে যা খুঁজে পাননি তার প্রতি গবেষণা করেছেন। তাই তিনি মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের প্রকারভেদগুলি উপস্থাপন করেছেন। যা অন্যরা পেশ করেনি।)

ড. নুরুদ্দীন ইতর শরহু ইলালিত তিরমিযী কিতাবের হাশিয়ায় মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের চতুর্থ আরেকটি প্রকার উল্লেখ করেছেন। তা হলো

৪। চতুর্থ প্রকারঃ যারা কতক বিষয়ের ক্ষেত্রে মুখতালিত (মিশ্র)। আর কতক বিষয়ে নয়।

من يتخصص بالقراءة دون السنن : مثل عاصم بن أبي النجود إمام القراءة المشهور ، الذي يروي عنه حفص ، قال الحافظ ابن حجر : صدوق ، له أوهام ، حجة في القراءة ، وحديثه في الصحيحين ، مقرون ، من السادسة ، مات سنة ثمان وعشرين- ومائة .

، من يتخصص في السيرة أو التاريخ : مثل محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، . قال ابن حجر : (إمام المغازي ، صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر ، مات سنة خمسين ومائة

ومثل سيف بن عمر التميمي : (ضعيف في الحديث ، عمدة في التاريخ.

من يتخصص في الفقه وروايته عن إمام المذهب : كما وقع لبعض رجال الترمذي الذين عول عليهم في نقل المذاهب الفقهية ، وهو دون درجة الثقة في الحديث.

হাফিজ আলায়ি রহঃ মুখতালিত (মিশ্র) রাবীদের আরেকটি শ্রেণীভাগ করেছেন। তিনি বলেন: "যেসব বর্ণনাকারীরা তাদের জীবনের শেষ দিকে মুখতালিত (মিশ্র) হয়ে গেছেন।

তারা তিন প্রকারঃ

🟥 প্রথম প্রকারঃ ঐ ব্যক্তি, ইখতিলাত (মিশ্রতা) যাকে মূলগতভাবে দুর্বল হওয়া আবশ্যক করেনা। এবং তার স্তরকেও বেষ্টন করে নেয়না।

চাই, তা তার ইখতিলাতের (মিশ্রতা) সময় স্বল্প হওয়ার কারনে হোক। এবং তা কম হওয়ার কারনে হোক। যেমনঃ

🔷 সুফিয়ান ইবনু উয়ায়না (১৯৮ হি),

🔷 ইসহাক ইবনু ইবরাহীম ইবনী রাহওয়াইহ (২৩৮ হি)

উভয়ই, সর্বসম্মতিক্রমে ইসলামি শরিয়তের বড় বড় ইমামদের অন্তর্ভুক্ত।

অথবা, ইখতিলাত (মিশ্রতা) অবস্থায় কোন কিছু বর্ননা না করার কারনে, তার হাদিস ওহাম (ত্রুটি) থেকে মুক্ত থাকে।যেমনঃ

🔷 জারীর ইবনু হাযিম (১৭০ হি)

🔷 আফফান ইবনু মুসলিম (২১৯ হি)

🟥 দ্বিতীয় প্রকারঃ ঐ ব্যক্তি, যে ইখতিলাতের (মিশ্রতা) পূর্ব থেকেই মুতাকাল্লাম ফী (সমস্যাগ্রস্থ)। ইখতেলাতের (মিশ্রতা) কারনে, তার দূর্বলতা বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া নতুন কিছু অর্জিত হয়নি।যেমনঃ

🔷 ইবনু লাহিয়াহ (১৭৪ হি)

🔷 মুহাম্মদ ইবনু জাবির আস সুহাইমি (১৭০ হি)

🟥 তৃতীয় প্রকারঃ ঐ ব্যক্তি, যিনি মুহতাজ বিহী (যার হাদিস দ্বারা দলিল দেয়া হয়) ছিল। এরপর ইখতিলাত (মিশ্রতা) হয়ে গেল। অথবা, তার শেষ বয়সে অতি বৃদ্ধ হয়ে গেল। তাই তার ইখতিলাতের (মিশ্রতা) পরে বর্ণিত হাদিসে ইযতিরাব পাওয়া গেল। সুতরাং ইখতিলাতের (মিশ্রতা) পূর্বে যে সকল হাদিস বর্নিত হয়েছে এবং যা তার পরে বর্নিত হয়েছে উভয়ের মাঝে পৃথক করা হবে। তার দ্বারা ইহতিজাজ (দলিলের উপযুক্ত হওয়া) করার ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ (নির্ভর) করা হবে।যেমনঃ

🔷 আবান ইবনু সমআহ (১৫৩ হি)

🔷 আহমাদ ইবনু বাশীর আল কুরাশী আল মাখযুমী (১৯৭ হি)

গ্রন্থপঞ্জীঃ

1 🟦الكتاب:شرح علل الترمذي

المؤلف: الشهير بابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥ هـ، الامام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي

2 🟦الكتاب:المختلطين

المؤلف:صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت ٧٦١هـ)

3 🟦 الاختلاط عند المحدثين: ومنهج البخاري في الرواية عن المختلطين

Authorحميد قوفي

হাফেজ মাওলানা মোঃ মারুফ আহমেদ

মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ

مختلط রেওয়ায়েতের হুকুমঃ

রেওয়ায়েতের জামানার বিবেচনায় مختلط রাবী চার প্রকার।

প্রথম প্রকার : এমন কিছু ব্যক্তি যারা اختلاط এর শিকার হয়েছেন এমতাবস্থায় তারা ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তারা তাদের اختلاط এর জামানায়া رواية করেননি। এবং اختلاط এর পরে তাদের কোন رواية সম্পর্কে জানা যায় না। এবং তারা প্রত্যেকে খোদাভীতি এবং নিজেদের থেকে ভুল প্রকাশের ভয়ে এমনটি করেছেন। এবং তাদের এই পদ্ধতিটিকে প্রশংসা করা হয়েছে। খতিব বাগদাদী তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع তে এ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় এনেছেন। তিনি বলেন

باب من قطع التحديث عند الكبر مخافة اختلال الحفظ ونقصان الذهن

অতঃপর তিনি ইবনে আবি লায়লার সূত্রে বলেন

আমরা যায়েদ ইবনে আরকামের নিকট বসলাম এবং বললাম আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি বললেন আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং ভুলে গেছি এমতবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করা কঠিন।

অতঃপর খতিব বলেন যখন রাবী বার্ধক্য অথবা এ জাতীয় কোন অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন সে বিকৃত বর্ণনা করে তখন রাবীর জন্য উত্তম হলো হাদিস বর্ণনা ছেড়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত এবং তাসবিহ-তাহলীলে লিপ্ত হওয়া।

অনুরূপভাবে রাবী যখন অন্ধ হয়ে যায় এবং রাবির কাছে হাদিস পাঠ করা হয় এবং তার আশাঙ্ক্ষা হয় হাদিস নয় এমন বিষয় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। তখন তার জন্য উত্তম হলো সে রেওয়ায়েত থেকে বিরত থেকে তাসবিহ তাহলীলে লিপ্ত হবে।

অনুরূপভাবে খতিব বাগদাদি ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد এর সূত্রে বলেন

যখন মুহাদ্দিস শেষ বয়সে উপনীত হয় তখন আমার নিকট পছন্দনীয় হলো সে ৮০ বছর বয়সে

হাদিস رواية করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সেটা বার্ধক্যের সময়। এবং তাসবীহ ইস্তেগফার এবং কোরআন তেলাওয়াত করা ৮০ বছর বয়সে সর্বোত্তম আমল। কিন্তু যদি তার জ্ঞান বিবেচনা সঠিক থাকে এবং তার হাদিস সম্পর্কে জানা যায় তিনি দায়িত্ববোধ এবং সতর্কতার সাথে হাদিস বর্ণনা করেন এবং এগুলো করেন সাওয়াবের আশায় তখন আমি তার জন্য কল্যাণ কামনা করি।

এবং একটি দল রয়েছে যারা اختلاط পর বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের একজন যাকে তার পরিবার মানুষদের থেকে লুকিয়ে রেখেছেন

তিনি হলেন ابراهيم بن عباس السامري তার সম্পর্কে ابن سعد বলেন ابراهيم بن عباس السامري এর শেষ বয়সে اختلاطএর শিকার হয়েছেন। এরপর তার পরিবার তাকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষদের থেকে দূরে রেখেছেন। أمام ذهبي رح বলেন اختلاط তাকে কোন ক্ষতি করিনি। এবং তারা মৃত্যুর পূর্বে اختلاط এর শিকার হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। এটা সাধারণ ব্যাপার একজন মারা যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে اختلاط শিকার হয় কিন্তু একজন শায়েখের জন্য এটা দুর্বল বিষয় তিনি اختلاط এর জামানায় কিছু বর্ণনা করবেন। তাদের একজন হলেন جرير بن حازم ابو النصر الأزدي ইবনে মাহাদী তার সম্পর্কে বলেন তিনি قرةতার থেকে اثبت এবং তার সন্তান তাকে বাধা দিয়েছে তার এক اختلاط এর পর তার থেকে কেউ শোনেনি। এবং এ সম্পর্কে পূর্বে ابن ابي ليلي এর বক্তব্য অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন কিছু ব্যক্তি যাদের اختلاط হয়েছে এবং اختلاط এর পরেও তারা বর্ণনা করেছেন এবং তারা প্রথম প্রকারের ন্যায় বিরত থাকেননি।

যেমন سعيد بن إياس الجريري: তার সম্পর্কে محمد بن عدي বলেন আল্লাহর কসম আমি جرير থেকে শুনেছি যখন সে مختلط ছিল। এবং ابن معين তার সম্পর্কে বলেন يحي بن يعيد তিনি عيسي بن يونس কে বলেন তুমি কি جرير থেকে اختلاط অবস্থায় শুনেছ? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ। অতঃপর يحي بن سعيدবলেন তার থেকে বর্ণনা করবে না।

صالح بن نبهان* তার সম্পর্কে جوزجاني বলেন ابن ابي ذئبতার থেকে اختلاط এর পূর্বে শুনছেন। এবং ثوريতার থেকে تغير এর পরে শুনেছেন।

ইমাম আহমদ মালেক বলেন صالح কে তিনি বৃদ্ধ বয়সে اختلاط অবস্থায় পেয়েছেন। এবং তার

থেকে যারা اختلاط এর পূর্বে শুনেছে তাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি সম্পর্কে আমি জানিনা। তার থেকে মদিনার বড় বড় আলেমরা বর্ণনা করেছেন। এবং ابن حبان বলেন 125 হিজরিতে তার تغير হয়েছে। এবং তিনি ثقة ইমামদের থেকে موضوع সাদৃস্য কিছু বিষয় বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তার থেকে বর্ণিত শেষ হাদিসগুলো তার থেকে পূর্বে বর্ণিত হাদিসের বিপরীত হয়ে গেছে। এবং এই হাদিসগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং তিনি তরকের উপযুক্ত হয়েছেন।

প্রথম প্রকারের হুকুম হলো মুহাদ্দিসগণ তাদের رواية কবুল করেছেন। কারণ তারা হাদিস বর্ণনা করেছেন তাদের স্বাভাবিক অবস্থায়।

সুতরাং তাদের اختلاط তাদের কোন ক্ষতি করবে না। اختلاط রাবীকে তখনই ক্ষতি করবে যখন সে اختلاطএর পারে হাদিসটি বর্ণনা করবে।

এমতাবস্থায় অন্য ছিকাহ রাবীদের رواية তার رواية এর موافق হবেনা।

দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম: ঐ সমস্ত مختلط রাবি যারা তাদের إختلاط এর পরে বর্ণনা করেছেন ওলামায়ে কেরাম স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন তারা এখতেলাতের পূর্বে যেগুলো বর্ণনা করেছে এবং ইখতিলাতের পরে যে বর্ণনা করেছে সেগুলোর تمييز না হওয়া পর্যন্ত তাদের إختلاط এর সময় জানা জরুরি।

ইবনুস সালাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন। যারা তাদের থেকে ইখতিলাতের এর পূর্বে শুনেছে তাদের হাদিস সাধারনভাবে কবুল করা হবে এবং এখতেলাতের পরে তাদের থেকে যারা হাদিস গ্রহণ করেছে তাদের হাদিস কবুল করা হবে না অথবা যার বিষয়টা অস্পষ্ট হয়ে গেছে সুতরাং এ কথা জানা যায় না যে তার থেকে এখতেলাতের এর পূর্বে বর্ণনা করেছে না পরে বর্ণনা করেছে সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আবশ্যক হলো যে এখতেলাতের তারিখ জানা যতক্ষণ তার এখতেলাতের পূর্বাপর অবস্থা পৃথক করা না যায় এবং যদি তারিখ জানা না যায় তাহলে তার রেওয়াতের ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ অবলম্বন করতে হবে । এবং এটা সম্ভাবনা আছে তিনি এখতেলাতের জামানায় বর্ণনা করেছে অতঃপর তিনি ভুল করেছেন।

ইবনে হাজার রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন। এ ব্যাপারে হুকুম হলোঃ এখতেলাতের পূর্বে যেগুলো বর্ণনা করেছে যখন এটা পার্থক্য করা যাবে তখন কবুল করা হবে ।এবং যখন পার্থক্য করা যাবেনা তখন চুপ থাকবে অর্থাৎ তাওয়াক্কুফ অবলম্বন করতে হবে। এমনিভাবে যার বিষয়টা অস্পষ্ট হবে এটাকে জানা যাবে তার থেকে গ্রহণকারীদের বিবেচনায় যদি তার নিকট সহি কিতাব থাকে এবং

এটা থেকে বর্ণনা করে তাহলে ভিন্ন বিষয়।

ইবনু রজব হাম্বলী বলেন। কিছু ব্যক্তি যারা.ثقة তাদের সহিহ একটা কিতাব আছেঁ এবং যাদের হেফজের ভেতরে কিছু সমস্যা আছেঁ এরপর তারা কখনো কখনো حفظ থেকে বর্ণনা করে ভুলের শিকার হয় এবং কখনো তারা কিতাব থেকে বর্ণনা করে এবং তারা সঠিক বর্ণনা করে।এমন ভাবে জাকারিয়া আনসারী ইরাকি এর বক্তব্যের উপর টীকা লিখেছেন। যার শেষ জামানায় এখতেলাত হয়েছে। এমন অবস্থায় সে যা কিছু বর্ণনা করে অথবা رواية গুলো তার নিকট অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার রেওয়ায়েতগুলো বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

ইবনে হিব্বান সুন্দর একটা ব্যাখ্যা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেনঁ যে সমস্ত রাবির শেষ বয়সে এখতেলাত হয়েছেঃ তাদের একজন جرير شعبة بن أبي عروبة এবং এ জাতীয় যারা আছেন. আমরা আমাদের এই কিতাবে তাদের থেকে রেওয়াত আনি. এবং তাদের রেওয়াত দারা দলিল পেশ করি।তবে আমরা তাদের ঐ সকল رواية উপর إعتماد করি যেগুলোثقة রাবিদের এখতেলাতের পূর্বে তাদের থেকে রেওয়ায়াত করেন।

এবং রাবীগন যে সকল রেওয়াতে ثقة রাবিদের موافقة করেন।যে হাদিসেরصحة এর ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।এবং সেটা অন্য সনদে প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারেও।তাদের হুকুম: (যদি তারা শেষ বয়সে إختلاط হয় তাদের থেকে তাদেরإختلاط টা গণ্য হবে পূর্বে তাদের আদালত থাকার কারণেثقة) এর মত। যখন সে ভুল করে এবং ভুল সম্পর্কে জানা যায় তাহলে তাকে ترك করা অবশ্যক.এবং তার ওই রেয়াত روايةদিয়ে দলিল দেওয়া যাবে হতে যেটার ব্যাপারে জানা গেছে তিনি ভুল করেননি।অনুরূপভাবে তাদের ঐ সকল رواية দ্বারা দলিল পেশ করা যাবে যে সকল রেওয়াতে তারাثقات দের موافقة করেছেনএবং যে সকল রেওয়াতে তারাتفرد করেছেন এবং ثقات এ قدماءথেকে إختلاط এর পূর্বে শুনেছেন তাহলে এই উভয় প্রকারرواية এর হুকুম অভিন্ন হবে।

৩ প্রকার:যারাএখতেলাতের শিকার হয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে ইখতেলাতটা প্রাধান্য পেয়েছে।

৪র্থ প্রকার:যারা إختلاطএর শিকার হয়েছেন কিন্তু তাদের ব্যাপারেإختلاط টাপ্রাধান্য পায়নি।

ইমাম سخاوي রহমাতুল্লাহ আলাইহি এ অধ্যায়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসালা আলোচনা করেছেন

তিনি বলেন কখনো মুহাদ্দিসের বার্ধক্যের কারণে تغير হয় তখন তার হাদিস কবুল করা হবে কিছু شيخএর ক্ষেত্রে ঐ شيخএর সাথে তার সম্পর্ক এবং ملازمة বেশী থাকার কারণে.এক্ষেত্রে তার إختلاط এবং তার تغير এর পরে তার হিফজ পূর্বের অবস্থার মতো গণ্য করা হবে।যেমনحماد بن سلمة: তিনি ثابت البنانيএর ক্ষেত্রে। একারনে مسلم رحمه الله তার حديث এনেছেন। إمام سخاوي আরা বলেন। مسلم رح إجتهادকরেছেন এবং তিনিحمد بن سلمة এর حديث সাবেত এর সুত্রে যেটা আছে তিনি সেটাও উল্লেখ করেন যেগুলো তারথেকে تغير এর পূর্বে শুনেছেন।এই আলোচনার পর مختلط رواية কবুলের শর্ত সংক্ষেপে চারটি পাঠে আনা সম্ভব।১! তার رواية টা হবেثقاتএ قدماء দের সুত্রে যারা তার থেকে إختلاطএর পূর্বে শুনেছে ।২/তার رواية টাثقات এরروايةএর موافقة হবে।৩محدث/ তার মুল কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করবে যদি কিতাব টি সহি হয়।

৪ নং رواية এর ক্ষেত্রে مختلط ভুল না হওয়াটা প্রমাণিত হতে হবে। সেগুলো এখানে করিনার মাধ্যমে জানা যাবে। এবং نقاد ইমামগণ তাকে حفظ،معرفة এবং فهم এর যোগ্য মনে করবে। অতঃপর ওলামায়ে কেরাম مختلط রাবীর রীতি নীতি বর্ণনার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। এবং إختلاط সময় সে যা কিছু বর্ণনা করেছে তারও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে إختلاط এর পূর্বে এবং পরে যারা শুনেছে তাদের সম্পর্কে জানা। এবং তারা إختلاط এর পূর্বে এবং পরে তারা যা কিছু বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা চেষ্টা করেছেন। এজন্য আমরা তাদেরকে مختلط রাবীদের رواية এর ক্ষেত্রে পেয়েছি।

আতা ইবনে আবী রবাহ দুইবার বছরায় প্রবেশ করেছেন। প্রথমবার যারা তার থেকে শুনেছে তাদের শ্রবণটা সহিহ। তারা হলো حمادان، الدستوائي অতঃপর তার থেকে যারা দ্বিতীয়বার শুনেছেন তাদের سماع টাضعبف । তাদের মধ্যে থেকে اسماعيل بن علية ،وهيب،عبد الوارث আবু দাউদ এদের থেকে এনেছেন কিন্তু আহমাদ আনেননি।এবং নাসাঈ তার সুনানের মধ্যে এটা বলেছেন। কিন্তু নাম উল্লেখ করেননি। এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইমাম আহমদের বক্তব্য আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাসউদী সম্পর্কে যারা মাসউদী থেকে কুফায় শুনেছেন। তারা وكيع এবং أبو نعيمএর মত। অতঃপর يزيد بن هارونএবং حجاج তারা إختلاط এর পরে শুনেছেন।

আব্দুল্লাহ আল মাসউদি আরো বলেন আমার পিতা আমাকে বলেছেন مسعود. وكيع থেকে কুফায়

إختلاطএর পূর্বে শুমেছেন। তাদপর শোনা جيد এবং মুসলিম ইবনে কুতায়বা তার থেকে اختلاط এর পূর্বে লিখেছেন। আবু দাউদ তার থেকে إختلاط পরে লিখেছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে নকল করে বলেন যে আসেম ইবনে আলী এবং আবু নজর তারা মাসউদি থেকে اختلاط এর পরে শুনেছেন।এবং معاذ بن معاذ উল্লেখ করেন মাসউদী

দুইবার কুফায় আসে।সুস্থ অবস্থায় এরপর আমি তার সাথে বাগদাদ থেকে ইসলাদের পড়ে শুনেছেন আলি এবং আবু নজর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে নকল করে বলেন বা আপনার মত যারা তার থেকে এখতেলাতের সময় শুনেছে শুনেছেন তবে যারা তার থেকে শুনেছেন তারা ভিন্ন। ইবনে রজব বলেন অর্থাৎ যারা তার থেকে শুনেছেন তাদের হাদিস সহি এবং তার থেকে যারা বাংলাদেশ তার থেকে যারা বাগদাদের ১৫৪ হিজরীতে সাক্ষাৎ করি তখন সে সহিহ। এরপর আমি আবার তার সাথে ১৬১ হিজরীতে সাক্ষাৎ করি তখন তারা তাকে অস্বীকার করে محمد بن عبد الله بن.

نميرবলেন مسعودي সে ثقة শেষ বয়সে إختلاط হয়هارونيزيد بن এবং عبد الرحمن بن مهدي অনেক مختلط হাদিস শুনেছে। তার থেকে যে সকল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন সেগুলো সঠিক।

الله أعلم بالصواب

মাওলানা মোঃ সানাউল্লাহ

হাফেজ মাওলানা মোঃ ইয়াহইয়া

সহিহাইনে অর্থাৎ বুখারী মুসলিম তাদের কিতাবে কিভাবে মুখতালিত রাবিদের হাদিস আনলেন?

উলামায়ে কেরাম এর জবাব দিয়েছেন কেন শাইখাইন তাদের কিতাবে مختلط রাবিদের হাদিস এনেছেন?তবে এই জবাব দেওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবাই ইবনুস সালাহের অনুসরণ করেছেন ইবনুস সালাহ বলেন واعلم أن من كان هذا القبيل محتخا به في الصحيحين أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط).منهج النقد في علوم الحديث(١/ ١٣٤ এবং ইমাম সাখাবীও এমনটাই বলেন وما يقع في الصحيحين أو أحدهما من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه من قديم حديثه) فتح المغيث(٤/ ٣٦٧ এবং নববী বলেছেন من كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيح مما عرف روايته قبل الاختلاط) تدريب الراوي ٥/ ٥٧٩ ইবনুল মুলাক্কিন ও নববীর নস নকল করেছেন। ডঃ নুরুদ্দিন ইতরী ইবনুস সালাহের কালামের উপর তা'লিক করে বলেন এটি একটি সঠিক জবাব। এবং উলামায়ে কেরাম এই জবাব কে সমর্থন করেছেন এবং তাদের কিতাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নুরুদ্দিন ইতর্ বলেন: ইবনুস সালাহ রাহ:যে জবাবটি দিয়েছেন তা খুব সুক্ষ ও সুন্দর। কারণ তিনি على الجملة এই কয়েদটি লাগিয়েছেন যা নববী ও ইবনুল মুলাক্কিন লাগানিনি। على الجملة ধারা উদ্দেশ্য বুখারী মুসলিম যে সমস্ত مختلط রাবিদের হাদিস এনেছেন সেগুলো অধিকাংশই اختلاط এর পূর্বের হাদিস। সুতরাং ইমাম নববীর على الجملة দ্বারা উদ্দেশ্য অধিকাংশ হাদিস اختلاط এর পূর্বের কারণ বোখারী মুসলিমের মধ্যে কিছু হাদিস এসেছে যেগুলো রাবির এখতেলাতের পূর্বের হাদিস। অন্যথায় বোখারী মুসলিম তাদের কিতাবে কিছু مختلط রাবিদের اختلاط এর পরের হাদিস ও এনেছেন। সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে যে তারা

এই সমস্ত রেওয়ায়াত আনার ক্ষেত্রে সঠিক কাজ করেছেন। কারণ; এই সমস্ত রেওয়ায়াতগুলোর উপরে متابعات রয়েছে। ইবনে হাজার রহ اختلاط :এর পরের হাদিস আনার ব্যাপারে বুখারী এর পদ্ধতি সম্পর্কে سعيد بن أبى عروبة এর তরজমাতে বলেন ইমাম বুখারী ওই ব্যক্তি থেকে হাদিস এনেছেন যার থেকে তিনি হাদিস শ্রবন করেছেন এখতেলাতের পরে যেমন: মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী। রুহ ইবনে ওবাদাহ,ابن أبي عدي। ইমাম বুখারী রহ: এই সমস্ত ব্যক্তিদের থেকে ঐ সমস্ত হাদীস নির্বাচন করেন যে হাদিসের উপরে মুহাদ্দিসিনে কেরাম موافقت করেছেন। এমনিভাবে ইমাম বুখারী سعيد بن أبي إياس البصري এর হাদিস বর্ণনা করেন خالد الواسطي এর طريق এ। ইবনে হাজার রহ: বলেন এখন পর্যন্ত আমার নিকট স্পষ্ট না ইমাম বুখারী এই রেওয়ায়াত টা এখতেলাতে এর আগে নাকি পড়ে শুনেছে কিন্তু এই হাদিসে বিশর বিন মোফাজ্জল এর متابعت আছে سعيد بن إياس ও بشر بن المفضل উভয়ই خالد الواسطي থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এবং এই হাদিস অন্যরাও বর্ণনা করেছেন ইবনে হাজার বলেন আমি রাবিদের হাদিস নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইমাম বোখারী রহ এর মানহাজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই; এবং এটা জেনে রাখা উচিত যে প্রত্যেক ثقه রাবির হাদিস সহিহ হবে না এবং متكلم فيه রাবির হাদিস জয়ীফ হবে না। বরং হাদীস সহিহ হওয়া জয়ীফ হওয়া নির্ভরশীল قرائن ،تفردات، موافقات، مخالفات জানার উপর। হাদিস যাচাই করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা কায়দা জানা আছে যে আহলে فن সে জানে। তা হল لكل حديث نقد خاص অর্থাৎ প্রত্যেক হাদীসেরই বিশেষ نقد আছে। এর অর্থ হলো ثقه :রাবীর হাদিস গ্রহণ করা হবে। এবং জয়ীফ রাবির হাদিস প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে স্বতঃসিদ্ধ কোন কায়দা নেই। তবে এই বিষয়ে জানা থাকতে হবে ثقه রাবীর হাদিসের ক্ষেত্রে আসল হল হাদীসটি সহিহ হবে। তবে যদি এটা প্রমাণ হয় ثقه রাবি আগে ভুল করেছে তাহলে ভিন্ন কথা। আর ضعيف রাবির হাদিসের ক্ষেত্রে আসল হলো হাদীসটি জয়ীফ হবে। তবে যদি এটা প্রমাণ হয় জয়ীফ রাবি সঠিক বর্ণনা করেছে তাহলে ভিন্ন কথা। সুতরাং হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়টি নির্ভরশীল বাস্তব অবস্থা জানার উপর ধারণা এবং আন্দাজ এর উপর নয়। আর ইমাম বুখারী রহ: রাবি এবং উভয়ই যাচাই করেন এটাই তার মানহাজ। সুতরাং কোন ত্বরিকে অন্যের নিকট কোন হাদিস সহিহ হলেই ইমাম বুখারীর নিকট সহিহ হওয়া জরুরি নয়। যেমন ইমাম মুসলিম একটা হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন এবং হাদিসের রাবি সব বুখারীর রাবি তারপরেও ইমাম বুখারী রহ: এই হাদিস রেওয়ায়াত করেনি। কারণ ইমাম বুখারীর হাদিস

রেওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে ভিন্ন শর্ত রয়েছে।

ইবনুল কাইয়ুম এই ক্ষেত্রে তার কিতাব ফুরুসিয়াতে সুন্দরই বলেছেন তিনি বলেন ভুলকারী ধারণা করে বসে যার রাবিদের ব্যাপারে ذوق নেই এবং نقد করার যোগ্যতা ও নেই সে ধারণা করে একই রাবী ثقة হওয়া এবং জয়ীফ হওয়া দুইটা বিষয় বৈপরীত্যপূর্ণ কারণ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এক স্থানে কোন এক রাবিকে ثقة বলেন এবং তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং একই রবিকে অন্য স্থানে জয়ীফ বলেন এবং তার হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেন না এবং তারা বলেন রাবি যদি ثقة হয় তাহলে তার সকল রেওয়ায়েত দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি ثقة না হয় তাহলে তার সকল রেওয়ায়েত ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক অথচ হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি স্বল্প জ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যক্তির পদ্ধতি এবং এটা একটা বাতিল পদ্ধতি কারণ এই পদ্ধতি বাতিল হওয়ার উপর সকল আহলে ইলম একমত কারণ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ঐ রাবীর হাদিস দ্বারাই দলিল পেশ করেন যে হাদিসের উপরে অন্য কারো متابعات আছে এবং বিভিন্ন طرق অন্যান্য মতনে যার শাওয়াহেদ আছে এবং একই রাবির হাদিস ছেড়ে দেন যদি ওই রাবি সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামের রেওয়াতের বিপরীত করেন অথবা রেওয়াতের ক্ষেত্রে تفرد করেন এবং এটার উপরে অন্যদের متابعات ও নাই কারণ এক স্থানে ভুল হওয়া সব স্থানে ভুল হওয়াকে আবশ্যক করে না এবং কিছু হাদিস অথবা অধিকাংশ হাদিস সঠিক রেওয়ায়াত করা সব সময় ভুল থেকে মুক্ত থাকাকে আবশ্যক করে না বিশেষ করে কোন রাবি সম্পর্কে জানা গেল সে অনেক ভুল করেছে এবং রেওয়াতের ক্ষেত্রে সকলের মোখালেফাত করেছে এবং তার রেওয়াতের উপরে অন্য কারো متابعات ও নাই তাহলে ধরে নেওয়া হবে তার অধিকাংশ রেওয়াত ভুল এরপর ইবনুল কাইয়ুম বলেন আইম্মায়ে কেরামের ذوق ও نقد সম্পর্কে যার ভালো জানা নেই তারা দুই প্রকার এক সহীহের শর্ত সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে توثيق করা হয়েছে এবং তার জন্য صدق ও আদালতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে অথবা তার হাদিসকে সহিহ হাদিসের কিতাবে আনা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে সে মনে করে যে তার সকল রেওয়ায়াতে সহিহ এর শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত আর এটা একটা সুস্পষ্ট ভুল কারণ কোন রাবির হাদিস সহিহ এর শর্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত তখনই হবে যখন তার থেকে شذوذ ،علل،نكارة দূর হয়ে যাবে এবং তার রেওয়াতের উপরে متابعات থাকবে এই সমস্ত ত্রুটির প্রত্যেকটি অথবা কোন একটি যদি কোন হাদিসের মধ্য পাওয়া যায় তাহলে সেই হাদিস সহিহ হবে না এবং সহীহের শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে ব্যক্তি ইমাম বুখারী(রহ:) এর শর্ত ও মতাদর্শ সম্পর্কে চিন্তা করবে সে বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে তিনি এমন এক জামাতের হাদিস কে ত্রুটিযুক্ত করেছেন

যাদের হাদিস তিনি তার সহীহের মধ্যে এনেছেন এবং তাদের ব্যক্তিত্ব সবার নিকট সুপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় : ভুল হল সে মনে করে কোন রাবির কিছু হাদিসের ব্যাপারে কালাম করা হয়েছে এবং কোন একজন শায়খের ব্যাপারে জয়ীফ বলা হয়েছে অথবা কোন হাদিসের ব্যাপারে জয়ীফ বলা হয়েছে তখন সে এটাকেই রাবির সকল হাদিস ত্রুটিযুক্ত এবং জয়ীফের কারণ বানিয়ে নেয়। যেমনটা জাহেরী কিছু মুতাআখখিরীন মুহাদ্দিসীনে কেরাম করে থাকেন এটাও একটা ভুল কারণ; কোনোভাবে ই নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে জয়ীফ হলে অথবা তার কোন হাদিসের মধ্যেও ভুল প্রকাশ পেলেই مطلقا সে জয়ীফ হয়ে যায় না আইম্মায়ে হাদিস বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেন ও نقد করেন এবং রাবির হাদিসকে অন্যদের হাদীসের সাথে মিলিয়ে দেখেন । কোন রাবি একা একা হাদিস বর্ণনা করা এবং অন্য ثقة রাবীরা তার সাথে মুয়াফাকাত করার মধ্য পার্থক্য আছে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর নিকট ثقه রাবির হাদিস যাচাইয়ের মানহাজের কিছু উদাহরণ: ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদের হাদিস বর্ণনা করেন তার শায়খ إسماعيل بن ألي أويس عن مالك عن اب شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا এবং ইমাম বুখারী এ হাদীসটি বর্ণনা করেন عن عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه আর এটা মুয়াত্তার রেওয়ায়েত। এবং ইমাম বুখারী (রহ:) মাক্কী ইবনে ইব্রাহিমের রেওয়ায়াতকে ছেড়ে দিয়েছেন অথচ মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম তার শায়েখ। তাঁর শায়েখ রেওয়ায়াত করেন عن مالك عن نافع عن ابن عمر এই সনদে উল্লেখিত রাবি সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট অর্থাৎ সবাই ছেকা যা সবাই জানে কিন্তু ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি এই রেওয়াতের উপরে নির্ভর করেননি কারণ ; এই এ রেওয়াতে ভুল আছে। খতিব বাগদাদী (রহ:) বলেছেন যেমন এ হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন হুবাব ইবনে জাবালা এবং তাকে মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম মুতাবাআত করেছেন। মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম রেওয়ায়াত করেন عن مالك عن نافع عن ابن عمر অতঃপর মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম এই রেওয়ায়াত থেকে ফিরে আসেন এবং রেওয়ায়েত করেন عن مالك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ইমাম মালেক থেকে এ রেওয়ায়েতটি ঠিক আছে। খতিব বাগদাদী ওমর ইবনে মুদরিক বালখী থেকে নকল করেন বালখী বলেন سمعت مكي بن إبراهيم يقول حدثتهم بالبصرة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا এই সনদেও ভুল আছে। এই রেওয়াত মূলত হবে حدثنا مالك عن الزهري عن سعيب بن المسيب عن أبي

هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربعاএখান থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক ثقة রাবি বর্ণনা করলেই ইমাম বুখারী সেটা গ্রহণ করেন না। যদিও এটা বুখারীর رجال হোক। যদি তার নিকট স্পষ্ট হয় এই সনদ অনেক শক্তিশালী তখন তিনি এই সনদ গ্রহণ করেন। এবং এই হাদিসের রাবিগণ রেওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে সঠিক করেছেন কিনা তা তিনি যাচাই করেন। সুতরাং ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ যখন কোন মুখতালিত রাবির হাদিস তার কিতাবে আনেন। তখন তিনি তার অবস্থা জেনেশুনেই আনেন। কারণ তিনি ঐ সমস্ত মুখতালিত রাবির হাদিসই নির্বাচন করেন যারা রেওয়াতের ক্ষেত্রে সঠিক করেছেন। এটা তিনি যাচাই করেন। হয়তো متابعات এর মাধ্যমে অথবা তাদের রেওয়াতের সাথে মিলিয়ে যারা সরাসরি উসুল থেকে রেওয়ায়েত করেন অথবা যাদের রেওয়ায়াত قبل الاختلاط সাবিত আছে।

মাওলানা আঃ রহমান খাঁন

হাফেজ মাওলানা মোঃ আহসানুল্লাহ

منهم البخاري في تخريج أحاديث المختلطين-

ইমাম বুখারী রহ مختلط রাবীদের এক জামাত থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।لط ও রাবীদের ।আর এ ক্ষেত্রে তিনি اختلاط এর পূর্ববর্তী বর্ণণা গুলো নিয়েএসেছেন। তবে তিনি কিছু হাদীস ১৮৯ إختلاط এর পরেও এ ধরণের রাবী থেকে নিয়েছেন। এগুলোর সংখ্যা খুবই কম। আর এ সকল হদীসের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ একটা মানহাজ রয়েছে। তা কয়েকটি পয়েন্টে সীমাবদ্ধ যেতে পারে :-

১ / ঐ সকল বারী যাদের হাদীসে এনেছেন اختلاط এর পর সেই হাদীস গুলোর متابع রয়েছে।

২) ঐ সকল রাধী যাদের হাদীস এনেছেন اختلط এর পর৷ আর সেই হাদীসগুলোর متابع রয়েছে।

৩ /ঐ সকল রাখী যাদের হাদীসে এনেছেন চর্চা এর পর আর তারা হলেন এখন যারা হলেন كتاب" "صحيحতথা কোন সহীহ কিতাবের মুসান্নিফ।

পয়েন্টগুলোর বিস্তারিত বিবরণ:-

১ম... ঐ সকল রাবী যাদের اختلاط এর পূর্বের বনর্নাগুলো ইমাম বুখারী এনেছেন। এর উদাহরণঃঃ আব্দুল ওয়াহহাব বিন আব্দুল মজিদ আস সাক্বাফী৷ মহাম্মদ আল বসরী।

তার দাদা হলেন হাকাম বিন আব্দুল আস যিনি উসমান বিন আবুল আসের ভাই। তারা দুজনেই সাহাবী। তিনি এক জামাত বড় বড় মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণণা করেন।

তাদেক মধ্য থেকে রয়েছেন আইয়্যুব আস সাখতিয়ানী৷ হুমাইদ আত ত্বয়িল৷ খালেদ আল হায়যা৷ সাঈদ বিন ইয়াস৷ আব্দুল মালিক ইবনে জুরাইজ৷ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী৷ ইউনুস বিন উবাইদ ও অন্যান্যরা।

তার থেকে বর্ণনা কারীগণ হলেন। আহমদ ইবনে হাম্বল৷ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্৷ সুওয়াইদ বিন সাঈদ৷ আবু বকর ইবনে আবী শায়বা৷ আমর বিন আলী৷ আলী ইবনুল মাদিনী৷ মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফেয়ী ইয়াহইয়া বিন মাঈন এবং অন্যান্যরা।

)تهذيب الكمال للمزي، يوسف بن عبد الرحمن ١٨/ ٥٠٣ - (٥٠٥

তাক ব্যাপাকে ইমামদের উক্তিঃ

ইবনে সাদ রহ বলেন:- তিনি (ثقة নির্ভরযোগ্য) তবে তার মধ্যে কিছু ضعف বা দুর্বলতা রয়েছে।

❈ইবনে হাজার বলেন!

❈ ইবনে মাঈন রহ বলেন- আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনে সাকাফির শেষ বয়সে اختلاط হয়ে গেছে।

(التاريخ لإبن معين(١٠٦/ ٤

❈ আবু দাউদ বলেন:-

❈ হাফেজ ইবনে হাজার বলেন: (বাস্তব অবস্থা হল: ইমাম বুখারী রহ কেবল ঐ সকল مختلط রাবীদের বর্ণনা তার সহীহ বুখারীতে এনেছেন যাদের থেকে اخلاط এর পূর্বে শুনেছেন। যেমন আমর ইবনে আলী এবং অমান্যরা। বরং তো ইমাম উকাইলী রহ নকল করেছেন যে যখন কোন রাবী। -اختلاط শিকার হয়েছেন তখন তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থেকেছেন। اختلاط অবস্থায় কোন কিছুই তিনি বর্ণনা করেননি।)

هدي الساري : ٥٩٣

قلت

(حجبه عن الرواية بعد الاختلاط

তথা اختلاط এর পর রেওয়ায়েত থেকে বিরত থাকার অর্থ হল উক্ত বারীর যে সকল রেওয়ায়েত বুখারীতে সকল সহীহ বুখরীতে এসেছে সেগুলো تغير তথা উক্ত রাবীর স্মৃতি শক্তি দুবল হয়ে খাওয়ার পূর্বের হাদীস।

★ সহীহ বুখারীতে আব্দুল ওয়াহহাব আস সাহাফীর হাদীসের নমুনাঃ ইমাম বুখারী রই বলেন: মুহাম্মদ বিন মুসান্না তিনি সাকাফী থেকে তিনি আইয়ুক থেকে

তিনি আবু কিলাবা থেকে তিনি আনাস রা থেকে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বনর্না করেন

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون لله ورسوله أحب لا يحبه إلا لله، وأن يكره مما سواهما، وأن يحب المرأ الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إليه أن يعود في

অনুবাদঃ তিনটি গুন যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। ও তার কাছে আল্লাহ সবার চেয়ে - একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অধিক প্রিয় হবে ও) সে মানুষকে আলার জন্য ভালবাসবে ৩ সে কুফুরীর দিকে ফিরে যেতে এতোটাই অপছন্দ করবে যেমনটা সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।

البخاري ، كتاب الإيمان صحيح ال. باب حلاوة الإيمان ، رقم الحديث : / ٢١ ٠ مع فتح الباري ١/٩٦

তো এই হাদীসটি আব্দুল ওয়াহ্হাব আসসাক্বাফী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে একটি সহীহ কিতাব হতে বর্ণণা করেন।

ইয়াকুব বিন সুফিয়ান বলেন: আমি আমার সহপাঠী দেরকে বলতে শুনেছি আব্দুল ওয়াহ্হার (একটি সহীহ কিতাব হতে) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে লিখেছিলেন। কিন্তু তার কিতাব নষ্ট হয়ে গেছে।

তাই তিনি লেখার জন্য ইয়াহইয়া বিন সাঈদের কাছে গিয়ে লিখে নিয়ে আসেন।

আলী ইবনুল মাদিনী রহ বলেন: দুনিয়াতে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে লিখিত কিতাবগুলোর মধ্যে আব্দুল ওয়াহহাবের কিতাব থেকে অধিক বিশুদ্ধ কিতাব আর নেই।

) تهذيب الكمال للمزي:(١٨/٢٠٧

তাছাড়া ইমাম বুখারী রহ এই হাদীসটি আরো অন্যান্য)طرق(সনদ এ এনেছেন।

যেমন:-

যেমন:-

عن محمد بن عبد الله بن حوشب الطائقي حدثنا عبد الوهاب به

، باب الإيمان:من اختار الضرب والقتل والهوات على الكفر سباب الإكراه 326/ 4 2 6941

– ইমাম বুখারী বহু طريق এ হাদীসটি হাদীসটি ايجاد طريق و تقفي এনেছেন। আর তা হল:

عن شعبة عن قتادة عن أنس

আর উভয় طريق হযরত আনাস রা হতে বর্ণিত।

الأول: في كتاب الإيمان، باب مذكره أن يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار 1024 2 41

والثاني : كتاب الأدب ، باب الحب في لله 80/ 12 2 6091

আর উভয় طريق হযরত আনাস রা হতে বর্ণিত।

আর এক সাথে এ কথাও মিলানো হবে যে আব্দুল ওয়াহহাব আস সাকাফী তিনি। ختلاط এর পর হাদীস বর্ণনা করেন নি। কেননা তিনি (ইমাম বুখারী) তা থেকে (অর্থাৎ اختلاط এর যে হাদীসগুলো আছে সেগুলো থেকে) বিরত থেকেছেন।

طريق في طريق

تعفى

مهار الاسر

في في النار 10/ 1 21 الثاني ل كتاب الدور الحب في لله 604178/ 20 ان أن لفى أنس في طريق عن عن شعبة عن عن قتادةথেকে বর্ণিত।

يعد في الكفر كما بكره

৬) ফিলানো ফের এর সাথে তেতاختلاط vorer من الوهاب الثقفيতিনি (ইমাম বুখারী)) -(৬০০৮ ফিলানো হবে যে এর পর ছাদীসে বলা করেন নিঁ কেননা থেকে অর্থাৎبه بد اختلاط

ممن توبه ৯ت বই ঐ সকল is porté rever

٣- من أخرج له البخاريবুখারীতে ইমামعلى حديثه أو مقرونا بغيرة أو القرينة أخرى

সহীহ হাদীস এনেছেন مختلط ه 150 متابعة Amour o به بی اختلاط ৫৭৮ যাদের হাদীসের উপর আছে মিনিত করে হাদীসে আনা হয়ে ة بق قرينة হয়েছে অথবা কোন কোল

উদাহরণ: একট

-بو زهير بن معاوية ror أبو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله বিসিক ইবনে হামজাক এর ব্যাপারে বলেন ১১টা ৩৮ تو بيت নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট থা নি।ি নির্ভর ৩০মন ছিলেন বুখারী শরিকে আমি পশুর রহاخلاط) হাদীস দ্বারা বল এক উ اختلا এর প্রটে কাছে কমন পাইনি। কেমন به اختلاج: পরবর্তী যুগের কোন পাগবিদ যেখন ইবলে ঊর্যাইনাই ও ar كتب ستة ❋এর কোন احتجا পেশ পছন না

আব যা ইমনী বনর্না করেন আমার সুবেহাল বড় কষ্টকে পাইনি الايماني بس ملازاده فات মধ্যে আমি শুবা যেতে এরপর হলেন সাজরী। তিনি আরো বলেন শুবণ কার থেকে হাদীস শ্রবণের আমি বলি -অর্থাৎ সাইমুনী কনেন -

এক অর্থ 710 /2 ابن رجب 75 ، شرح علل الترمذي - ইমাম বুখারী রহ বিন মুআবিয়া ৩০; ইসরাইল আবু ইসহাক থেকে যুহাইর তারা উভয়ই ছোট nar অবস্থা শুতে হাদীস এনেছেন। কোনটি বলেছেন ইনাম كم আহসান বিন হাম্বল রই । আর তারা ৬৫ফে আবু ইসহাকের btol ৩৫ ৭৫ হাদীসে গ্রহন করেছেন। ইবনে নুমাইরকেهالان

ইমাম আবু যুকথা বলেন। ৩০না বলতে শুনেছি। আর ইxela এর হাদীতে প্রবলDT 202رجب ٥

الجامع الصحيح اسحاق في الجا شرح علل حديث زهير عن ابي ومن

সহীহ বুখারীতে আর ইসহাক থেকে ডুহাইর বনিই একটি হাদীসের ভাইর ইমাম বুখারী ৫৫ চলেন

নর নিকট হাদীস অ

করেছেন আই

মুআইম তিনি লো করে বর্না করেন

করেন সুহাইর থেকে থেকে তিনি (আলু ইংক) বলেন: আছ উবায়দা ভাবে ভিলেখ কিন্তু আব্দুর

পুরমোন বিন আসওয়াদ তাঁর পিতা থেকে। আলু ইসহাক করেন। مان في المر

'n তিনি আনুষাঙ্গ

– وقال هذ المحس ইবনে মাসউদকে এই হাদীস বলতে أتى النب ملم الغانة والعد الروي اي ايس – শৌচাগারে

আসলেন

مكس :)

এখন তিনি আমাকে আদেশ করলেন গ্লিটি পারক নিছে আসতে। তখন আমি ২ টি পাথর পেলাম –

আন এড়টি মুজছিলাম কিন্তু তা পাল্টান। আমি একটি শুকনো গোবর নিয়ে বাংলN: DOLLA

চলে আসলাম। আন তিনি ২টি পাথর নিলেন এবং গোবরটি ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ এটি
অর্জন এপাক বদী: ২৮ নং – ১৫৫ ইরাকরখারী বলেন তার ইব্রাহীম বিন ইউসুল অরপিতা

Tamivar ung ইসহাক থেকে আর ইসহাক ও রহমান থেকে হাদীস বলর্স আর এই হাRTIE صحيح

البخاري كتاب الوضوء باب لا يستنمي با را بروت ও হাদীসের অন্তজক সে

স্পেনটি যুবাইর ৩২০ ইসহাক থেকে তাঁর শেষ করলে শুনেছেন। সে ইমার আছে ইসহাকের যুহাইর
রণ সুহাইর

আমি আইন বিন হাসানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ আec n– ইবনে হায়াকে একই আছে

বলেছি: "যামল পেইরা তুমি যায়েছা ও যুহাইর থেকে হাদীসে শুনবে এখন কেবার তুমি লেন

عالم المكتب ، مكتبة النهضة العربية 290 (P1409 بيروت الطبعة الواوي

ইমাম তির খিছি কষ্টে বলেনঃ আমি মুহাম্মদকে (যখ্য ইমাম এ নাট (দ)।

বৃতিতেরা 20 /2 /2028

+ এ বিষয়ে ইমাম ইয়াহইয়া ইমান মাঈন তার ছবি আজ্ঞানে আব্দু পুরী তাঁর বক্তণ নকল করেনা

তিনি বলেন: (আবু ইসহাক থেকে যাকারিয়া

সুহাইর ও ইসরাইলের থাকি প্রায় একই পর্যায়ের। তারা সকলে তাঁর থেকে শেষবাসে শুনেছেন। মার সুফইয়ান এবং শুন্তে অনু ইসহাকের শিষ্যত– গ্রহণ করেছেন।

ফাইর ইস্রাইল শারিক ও আর আওয়ানা তাই অসু ইসহাকের সোন্দ্রে একই। আর উস্তাইন অং

ইসহাক থেকে হাদীস প্রবণে ঈসা থেকে অগ্রগামী সমস্যা নেই।امد هاي) 102–18(

التاريخ : رواية أبي خالد بن طهمان يحيى بن معين، دار المامون للتراث

تحقيق أحمد نور سيف ص 55

সাকানির বিন আকু সম্পাদক সুহাইর বিন মুআবিয়া তিনি বলেন: এবং প্রায় ৫০ই পর্যায়ের

পাছাকাছি। বলা হয় শারিক আবু ইসহাক থেকেالثقات للعملي، مكتبة الاهم المادية

হাদীস শ্রবণে

অধিন অগ্রগ্রামী ।– إذا مات شعبة أو)

سفيان فزهيد خلف فزائدة و মুডিয়াল কখন মারা গেবগেতে গেলেন ইনাভিতিক্ত ৩০৭র SILUET 1) তার

ফুরআর ১১ تاريخ

• ৫৪বা হইমাম তিরমিজিরন

এবং ইম ইমাম আবু চাষদের •বঃজের বিপরীত পেনটি

سؤالات الأجري ইস্রাইল ও যুহাইর রয়েছেঃ (আমি এর অবস্থা সম্পর্কে ইনাস অন দ্যাটাককে

জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি লেখেন? যহাইর তো ইস্যাইনের অনেক অনেক উপরে। যেন سؤالات

ابي داود ইনাম তিরমিজি রই নিভর করেছেন। ইবনে মাহদী বই

সুকবান সভীর ভূতে অভ ইসহাlar দেখন হাদীস হটে ফিল

العلل الكبير للترمذي من 29

বাস্তবতা হল: ইস্তাইনের রেওয়ায়েতকে ভুহাইর এর রেওয়ায়েত এর উপর প্রাধাণ পেওটা যেমনটি

ইসাক তিরমিজি প্াইর এর রেওয়ায়েত কে ইস্রাইলের রেওয়ে) ৩০ ৮৭০ প্রাধান্য কেওয়া –

ছেলেটি ইসান। খাইর মত – ২৩নেংটালেন সমস্যা তৈ সৃষ্টি করবে না। কারণ সহীহ। –কেরাম এই

হদী মুহাদ্দীসীনে কেরাম ১৩ বিরোধ করেন নি। তো শুধু সনদের ছোতোর বিরোধ করেছেন। ১০ বিনের টি এই

هل هو أبو اسحاق عن عيد أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أو هو ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن

ابن مسعود ..... (অন্য হাদীসটি কি জান ইসহাকঁ তেটি আর উবায়দ আব্দুল্লাহ হালে মান্টোসঁ থেকে

এই সুখেঁ নাকি হাদীসটি আলু ইসহাকঁ তিনি আবহমান বিন আগেও ঢাক অনুস্রাব তৈলে মাসউদঁ

এই সূত্রে) এখমটি রয়েছে ن احمد ت مند احی سنن الترمذي

আর ২য় টি রাদাহ সহীহ রাবীতে।)বিস্তারিত জানার জন্য ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) এর قمم

اليام فتح البار যেতে

❋ ❋❋ একটি প্রশ্ন বাকি থাকে যেঁ কীভাবে ইমাম বুখারী যুহাইর বিন মুআবিয়ার সুত্রে আবু

ইসহাকের এই হাদীসটি আনলেন? অথচ যুহাইর اختلاط এর পর শুনেছেন। এর উত্তর দুই ভাবে

হতে পারে।

(ক) ইমাম বুখারী (রহঃ) তার (আবু ইসহাকের) ঐ হাদীস এনেছেন যে হাদীসের মধ্যে তাঁর

মুখস্থশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি সুদৃত ও মজবুত আছে। এবং তিনি (বুখারী (রহ)) এই হাদীসটি আনার

পর তার পপক্ষে মুতাবাসার (অনুগামী) বর্ণনা এনেছেন ঐ বিওয়াত বো মারো

করেছেন

إسحاق قال حدثني عبد الرحمواية.

على إبراهيم من يوسف من أبيه من أي

আবু ইসহাবা মার থেকে হাদীস গ্রহ أنه سمع عبد الله يعنى فى গ্রহণ করেছেন পর শাখা নাম বিশুদ্ধভাতে

ليس أبو عبيدة :() .2022

ام 2 (عبد الرحمن من الأسود (অর্থাৎ আবু উবাইদার يعنى مما ضبط و كره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه رو

عما أنএহাক বর্ণনা করেনিঁ বরং (নালمِ ن أبيه أنه عما سمع عند সনদে আবু ইসহাক

করেছেন। অর্থাৎ এই হাদীসটি এর ঐখা বর্ণনা করেছে তার মুখস্তূমশক্তি ও ও স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে। হাদীসের অন্তভূক্ত যে হাদীসে

আরেকটি বিন আম নামের আদমাকার্ফী বণ: আজ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মান্-কাতান (বহঃ)

বলেন: আমি কখনো আভা বিন মায়ের এর ব্যপারে তার চাকা এর পূর্ববর্তি হাদীস কটিকে কোন

কিছু বলতে শুনিনি। -। মার মুফিয়ান ওশুবা আ'তা বিন সায়ের থেকে যে

হাদীস বর্ণনা করেন সবগুলোই - সহিহ! শুধু দুইটি ছাড়া যেগুনের। সম্পর্কে শুবা বলতেন: শামি

শাখা বিন সায়ের এর শেষ এগুলো শুনেছি.. । আর ইয়াহইয়া বিন সাঈন বেহঃ) বলেন: মণি বিন

সারের এর اختلاط হয়েগেছে। তাই তাঁর থেকে যারা উ اختار এর পূর্বে শুনেছে তাদের বর্ণনাগুলো

সহীহ। মার যে সব হাদীস জারীর এবং থেকে শুনেছে শ জা'তন (রহঃ) এর সহীহ হাদীস নয় ... গর

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন যারা গরু থেকেউ এটা এর পূর্বে শুনেছে।

তাদের বর্ণনা বিশুদ্ধ। আতে যারা শর থেকে পরে শুনেছে তাদের বর্ণনা

- সহিহ নয়ঁ কিশন মারো বলেন 'যারা তার থেকে পূর্বে শুনেছে গাছের

হাদীস মৃত তথা গ্রহণযোগ্য আর যারা সংএর পর শুনেছে ভাছের বর্ণনা।

অগ্রহনযোগ্য। নিশ্চয় বা ইবনে শব্বোসের Efiver Love (الجرح والتعديل لابن أبي (رحال لأحمد1)

সহিস মুখবিতে তার একটি মাত্র হাদীস যে হাদীসের সনদে শিল মন্য রাধার মাথে قرون তথা মিলিত অবস্থায় রয়েছেন। আর ছা

ইবনে আব্বাসের উপর অন্তি বর্ণনা

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন: আামার নিবটি আমর বিন মুহাম্মদ বলেন আমাকে হুশাইস বর্ণনা করে বলেন আমাকে অনন্তে বিশির এবং আতা কিন মায়ের বর্ণনা করেন। মার তারা সাঈদ বিন যুবাইর থেকো অরে তিনি ইবনে আব্বোস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه لله إياه" :

অর্থাৎ কাওছার হলো এখন ভরপুর কল্যাণ যা আল্লা শুধু তাকে দান করালের

আবু বিশির বলেন মামি সাঈদ কে বললাম! নিশ্চয় মানুষ তো বলে! তা হল জান্নাতের একটি নহর ?! তখন সাঈদ বললেন? জান্নাতে যে যে নহরটি রযেছে তা ঐটি কন্যাতেরই অন্তরভূক্ত না আল্লাহ শুধু তাকেই দান করেছেন

(صحيح البخاري ، كتاب الرقاق، با ما في الموصى برقم(٦٢٠٧

❋ من أخرج لهم البخاري ممن كان صحيح الكتاب -٣ অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সকল ছও রাবীদের হাদীস নিয়েছেন যাদের -সহিহ কিতাব ছিলো। উদাহরণ হলোঃ

এর "ইসমে আব্দুর রাযযাক বিন হুসাম আম্মানয়ানী)রা)। যিনি অনেবা বড় একজন হাফেজে হাদীস সাবেক ইমামগণ (وثيق তথা নির্ভরযোগ্য) বিন মাব্দুল অশীফ ছাড়া বলেছেন। শুধু মাত্র আব্বাস বিন 'তার (আঃ রাজ্জাকের) ক্ষেত্রে তিনি ভোউট কার সাথে একমত হননি।

"বাড়াবাড়ীমূলক ২৮ করেছেন এ ক্ষেত্রে 4

هدي الساري لابن حجر 019

13- আহমদ বিন হারবাল --(রহ) আমরাম বলেন! আমি আবু আব্দুল্লাহ- আহ কে জিজ্ঞাসা

করতে শুনেছি। তখন তিনি বলে "النار حبار" এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা JdbL :D" অর্থাৎ হাদীসটি

–বাবিল। এই রকম 42 : " طال ليس من هنا شيء কোন কিছুই সাব্যস্ত বোকা বর্ণনা নেই। অতপর তিনি

বললেন! আব্দুর রাজ্জাক থেকে করে ?! আমি বললাম। আহমাদ বিন শাশুয়ছে। তিনি বললেন!

এরা সকলে এর পর শুনেছেন৷শকে আাঃবাজ্জাক অন্ধ হওয়ার পর শুনেছেন তাকে

ভালকীন দেওয়া হছো। কার ফিনি গনকীন গ্রহন করছেন৷এটা তার স্থূল কিতাবগুলোতে নেই।

শরা তার থেকে এমন কিছু হাদীস সনদসহ বর্ণনা করে সেগুলো শর কিভাবে নেই। অন্ধ হয়ে
যাওয়ার পর তাকে পলকানি দেওয়া হত৷

تهذيب الكمال فلمزي ١٨/٥٦ – ٢٥٨

সোহমাদ বিন ইসহাক আহমাদ বিন হান্নান থেকে এখনই বর্ণনা করেন। । তিনি আরেকটু বৃদ্ধি করে
বলেন: যারা তার কিশক থেকে শুনেছে। তাদের হাদীসগগুলো অধিকতর সহীহ

(تهذيب الكمال للمزي ٥٦٨٨ –(٥٨

এমনটি ইরাম বুখারী (রহঃ) ও বলেছেন:– বলো"ما حدث عنه عبد الرزاق

من كتابه فهو أصح ؟অর্থাৎ আব্দুর রাজ্জাক তার কিভাব থেকে বির্ণনা করেন তা অধিকতর সহিই।

(ميزان الاعتدال للذهبي(٢/ ٦١٠

ইরাম আবু মুরআ বলেন: আহমদ বিন হাম্বান (রহঃ) আমাদের বো অবস্থিত।

কবে বল্লেন: "আমরা হিজরা ২০০ বছর পূর্বে মাঃ রাজ্জাকের কাছে এসেছিল।

–ন। এমত অবস্থায় তিনি দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তার থেকে যারা দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর শুনেছে

তাদের শ্রবণের মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে। ٥٨ /١٨(تندب الكمال)

تندب ﷲমাইসাদ (রহঃ) থেকে ইনছারা বিন হানীর বেওয়াতে কাছে যে৷তিনি করেন। আঃ রাজ্জাকের

দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর যারা শর হাদীস শুনেছে কাদের হাদীসের প্রতি ভ্রূপে করা হবে না। কেননা তখন কারে

মনেক বাতিল ও নি আদীসের শনকীন দেওয়া হত। আর তিনি ইমাম মুহরী থেকে এখন কিছু হাদীস বর্ণনা করছিলেন মূল কিতাব থেকে লিখেছিঁ এসক অবস্থাময়ে তিনি তা সা আমরা তার মূল

দেখছিলেন। অথচ তারা তার বিপরিত (আমরা যে হাদীস নিখেছি) তার বিপরিত হাদীস নিয়ে

এসেছে।

شرح علل الترمذي لا زي لابن رجب (٧٥٢ جب الحنبلي ! (রহঃ) বলেন। মার খাঁর থেকে শেষ বয়খে শুনেছে

ইমাম নাসায়ী সের মধ্যে আপত্তি রয়েছে। শর থেকে অনেক খুনকার তাদের হাদীসের নিউ আছে?

শদীন" বর্ণিত

(ميزان الاعتدال للذهبي (٦١٠/ ٢

অর্থাৎ তার থেকে যারা উঠা এক পূর্ণব - کے ❋ ❋ قبل الاختلاط) مع منه أى عبد الرزاقদুর্তে শুনেছে। তাদের

من سمع

একটি তালিকা।

১ / আহমাদ বিন হাম্বাল য ইসহাক বিন রাহইয়া ৩। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন প আলী ইবনুল মাদানী। এবং ওয়াকীসহ অন্নান্যরা।

من سمع منه بعد ما عميযারা তার অন্ধ্র হওয়ার পর ❋

শুনেছে তাদের তালিকা।

১ / আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন শাব্বুইয়াঁয ইব্রাহীন বিন মানসূর আয়ামাদী ৩। মুহাম্মদ বিন হাম্মাদ আমমারানী ৫ এবং ইসহাকবিন

ইব্রাহীম মাদাবরীوفتح المغذيت ١٢٧٥ /٠٣ ل التبصرة والتذكرة شرح الألفية ...)২৮৫ /৩

ইরাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) তাঁর হাদীস দ্বারা ভূতল। পেশ করেছেন। এবং তারা উভয়ে ইসহাক

বিন রাহইয়া ইসহাক বিন মানছুর আল্- কাউছাজ এবং মুহাম্মদ বিন গায়লানের সূত্রে রেওয়াত এনেছেন।

মার শুধু সহিহ বুখারীতে ইসহাক বিন ইব্রাহীম বিন নসর আবুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আালঘু মনিদি মুহলী ইয়াহইয়া বিন জাফর আল্বায়কাল্টি এবং ইয়াহইয়া বিন মুনা আলবালখীর সূত্রে রেওয়াত আছে।।

আর শুধু সহাহ সুপনিসে মাহমাদ বিন বিন হ হাম্বাল আহ বন ইউছুফ আহসদ বিন লাস্সুনামী হাজ্জাজ বিন ইউছুফ আশুয়ের হাসান বিন আলী আলখাল্লাল মাননা বিন শাবীব আবদ বিন হুসাইদ আমর আন্নাকেদ। > মুহাম্মদ বিন রা'শো মুহাম্মদ বিন মেহরান এবং মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবী ওমর আল আদানী এর সূত্রে বর্ণনা আছে।

فتح المغيث ٢٨٥/ ٣

হাফেজ ইবনে হাজার "الساري" নামক কিতাবে বলেন! যে সকল রাবীগণ তার (আঃ রাজ্জাক) থেকে উক। এর পূর্বে শুজেছে তাদের হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হড়িক। পেশ করেছেন। আরে এই নিয়মটা ঠিক থাকবে ধীর থেকে সরো দুইশত হিজরীর পরি শুনেছে আর যার তার থেকে দুইশত হিজরীর পর শুনেছে সে নিয়ম হলো তখন তো তার ভূত হয়ে গেছে। সে-মময় তার থেকে শুনেছেন মাহমদ বিন শাব্বুইয়া (যেমনটি আসরার মাহমদ রেৎঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন) ইসহাক আদুদাবীরী এব আর আওয়ানা ও তাবরানীর শায়েখদের এক জাগতে যারা প্রয়ে
২৮০ হিজরির কাছাকাছি সময় পর্যন্ত হয়েছে গেয়েছেন। এবং শর থেকে বাকীরা ও বর্ণনা করেছেন।

(هذي الساري لابن حجر ص٥٨)

2 ❈ نموذج من حديث عبد الرزاق فما أنكر عليه. আঃবামাকের যে সকাল হাদীস মুনকার" বলা হয় তার একটি নরুনা।

روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري من أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : الخيل معقود الحديث ، هذا اللفظ أخرجه

البخاري من عدة طرق : في نواحيها الخير ....

)" الخيل معقودة نواحيها الخير"0722715 োজর কপালে কল্যাণ লেখা থাকে(আঃ রাজ্জাকের সূত্রে

বর্ণিত এই হাদীসটি ইনাম বুখারী (রহঃ) এই শব্দে (নকেজ) একাধিক সূত্রে এ নেছেন।

عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام / 2 : 777) من طريق مالك عن نافع شعبة عن حصين وابن أبي السفرعها

الشعبي عن عروة بن الجعد عما 27

النبي عليه الصلاة والسلام .. ومن طريق ذكر يا عن عامر عن عمروة البارقي من النبي عليه الصلاة والسلام .... ومن طريق

. شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالكه عن النبي عليه الصلاة والسلام

মার ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি ইবনে ওমর উরওয়া আনু বারাকী জারীর বিন আব্দুল্লাহ এবং

আনাম বিন মালেক (রহঃ) এর -মূত্রে এনেছেন।

-শরী উভয়েই-ইমাম বুখারী ও মুসলিম-হাদীঘাট উল্লেখিত প্রথম সনদে আনেন নি। বরং তারা

ইরান আব্দুর রাজ্জাক থেকে ঐ

و من طريق

ঐসকল হাদীস এনেছেন তার কিভাবে সাব্যস্ত শীরে পূর্বে ইরাম আহমদের বক্তব্য উল্লেখ কাছে রয়েছে। আর - করা হয়েছে যে ৬টা من سمع أصع মোরা তার কিভাব থেকে শুনেছে। বিশুদ্ধ। আর

এমনটি ইমাম বুখারী (রহ)। দের হাদীসগুলো অধিকতর ন! তা হলো এইঃ ও বলেছেন ما " 1:7 2013

حدث عنه عبد الرزاق من كتاب فهو أصح ؟

কিতা তোর থেকে মা বর্ণনা করেন তা অধিকতর বিশুদ্ধ)। এ জন্যই ইকাম খারী ও মুসলিম (রহ)

যাচাই বাচাই কতো ঐ সবাল হাদীস গ্রহণ পড়েছেন। বুখারী মারা তাঁর মন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার পূর্বে শুনেছে এবং যেগুলো গর কিতাবের মধ্যে রয়েছে। এ তার এই হাদীসটি এই সনদে। -

معمر من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرتع ৯শুভরা; এই হ

مصنف" মাঃরাষ্ট্র জাবোর স্কুল কিতাতে নেই। এবং তা ভার" এও নেই। এই ? তো আইনদ ও মুহাম্মদ

বিন ইয়াহইয়া এই হাদীস কে 'সুনকার” জন্যই নে। এবং বলেন এটি মান্ডুর রাজ্জাকের ভুল কিনতে

নেই। কলেছেন ইমাম মুর সান বর্ণনার দারকুতনী (রহঃ) বলেনঃমূলত বিশুদ্ধ কথা হলো হাদীসার্টি •

দারকুতনী মারো বলেন: মাঃ রাজ্জাক মা'মার থেকে কোন এখন মনেক হাদীসে ভুল করেন মা তার ৮০০ তিথা মুল কিতাতে নেই।

(شرح علل الترمذي(٢/ ٧٥٧

হাফেজ মাওলানা মোঃ সাইদ জাকারিয়া

হাফেজ মাওলানা তাজুল ইসলাম

৭

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) তাঁর হাদীস দ্বারা حجة পেশ করেছেন। এবং তারা উভয়ে ইসহাক বিন রাহুইয়া, ইসহাক বিন মানছুর আল-কাউছাজ এবং মুহাম্মাদ বিন রাফেয়ের সূত্রে রেওয়াত এনেছেন।
আর শুধু সহিহ বুখারীতে ইসহাক বিন ইব্রাহীম বিন নসর, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আলমুসনিদি, যুহলী, ইয়াহইয়া বিন জা'ফর আলবায়কান্দি এবং ইয়াহইয়া বিন মুসা আলবালখীর সূত্রে রেওয়াত আছে।
আর শুধু সহীহ মুসলিমে আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমদ বিন ইউছুফ আসসুলামী, হাজ্জাজ বিন ইউছুফ আশশায়ের, হাসান বিন আলী আলখাল্লাল, সালমা বিন শাবীব, আবদ বিন হুমাইদ, আমর আন্নাকেদ, মুহাম্মদ বিন রা'ফে, মুহাম্মাদ বিন মেহরান এবং মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবী ওমর আল আদানী এর সূত্রে বর্ণনা আছে।
فتح المغيث ٢٨٥/٣

হাফেজ ইবনে হাজার "هدي الساري" নামক কিতাবে বলেন! যে সকল রাবীগন তার (আ: রাজ্জাক) থেকে ২০০ হি: এর পূর্বে শুনেছে তাদের হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ:) حجة পেশ করেছেন আর এই নিয়মটা ঠিক থাকতে পারে যে তার থেকে যারা দুইশত হিজরীর পূর্বে শুনেছে, আর যারা তার থেকে দুইশত হিজরীর পর শুনেছে ~~সেগুলোর নিয়ম হলো~~ তখন তো তার تغير হয়ে গেছে। যে সময় তার থেকে শুনেছেন আহমদ বিন শাব্বুইয়া, (যেমনটি আসরাম আহমদ (রহ:) থেকে বর্ণনা করেছেন)। ইসহাক আদ্দাবারী এবং আবু আওয়ানা ও তাবরানীর শায়েখদের এক জামাত যারা প্রায়

(১)

একটি প্রশ্ন বাকি থাকে যে, কীভাবে ইমাম বুখারী আবু ইসহাকের
সূত্রে যুহাইর বিন মুআবিয়ার এই হাদীসটি আনলেন ? অথচ যুহাইর
আবু ইসহাক থেকে اختلاط এর পর শুনেছেন।
এর উত্তর দুই ভাবে হতে পারে।
(ক) ইমাম বুখারী (রহ:) তার (আবু ইসহাকের) ঐ হাদীস এনেছেন যে
হাদীসের মধ্যে তাঁর মুখস্থশক্তি এবং স্মৃতিশক্তি সুদৃঢ় ও মজবুত
আছে, এবং তিনি (বুখারী (রহ:)) এই হাদীসটি আনার পর তার
সম্পর্কে মুতাবায়াত (অনুগামী) বর্ণনা এনেছেন ঐ রিওয়াত কে আরো
সুদৃঢ় ও মজবুত করেছেন, যেমন তা হলো এই: عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي
إسحاق قال حدثني عبد الرحمن به...
(খ) আবু ইসহাক যার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তার কথা নাম বিশুদ্ধভাবে
সরাসরি করে উল্লেখ করে দিতেন। যেমন তা হলো এই : "ليس أبو عبيدة
ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله" يعني عاضبط وحفظ (অর্থাৎ আবু উবাইদার
সনদে আবু ইসহাক বর্ণনা করেননি, বরং (عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله) এই সনদে
বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ এই হাদীসটি তার ঐ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যে হাদীসে
তার মুখস্থশক্তি ও স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে।
আরেকটি উদাহরণ : আবু বকর আস সায়েগ আসমাকারী
ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান (রহ:) বলেন : আমি কখনো আ'তা বিন
সায়েব এর ব্যাপারে তার اختلاط এর পূর্ববর্তী হাদীস কাউকে কোন কিছু
বলতে শুনিনি। আর সুফিয়ান ও শু'বা আ'তা বিন সায়েব থেকে যে

(২)

হাদীস বর্ণনা করেন সবগুলোই সহিহ; শুধু দুইটি ছাড়া যেগুলোর সম্পর্কে শু'বা বলতেন: আমি আতা ইবনে সায়েব এর শেষ বয়সে শুনেছি..., আর ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ:) বলেন: আতা ইবনে সায়েব এর ইখতিলাত হয়েছিল, এই তাঁর থেকে যারা ইখতিলাত এর পূর্বে শুনেছে তাদের বর্ণনাগুলো সহীহ, আর যে সব হাদীস জারীর এবং ... তার থেকে শুনেছে তা আতা (রহ:) এর সহীহ হাদীস নয়...,

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ:) বলেন যারা তার থেকে ইখতিলাত এর পূর্বে শুনেছে তাদের বর্ণনা বিশুদ্ধ, আর যারা পরে তার থেকে শুনেছে তাদের বর্ণনা সহিহ নয়, তিনি আরো বলেন 'যারা তার থেকে পূর্বে শুনেছে তাদের হাদীস ঠিক তথা গ্রহণযোগ্য. আর যারা তাগাইয়্যুর এর পর শুনেছে তাদের বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা ইবনে আব্বাসের হাদিস موقوفا

(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣٣٣/٦ والضعفاء الكبير للعقيلي ٣٩٩/٣ والعلل ومعرفة الرجال لأحمد ٤١/١)

সহিহ বুখারিতে তার একটি মাত্র হাদীস যে হাদীসের সনদে তিনি অন্য রাবীর সাথে مقرون তথা মিলিত অবস্থায় রয়েছেন, আর তা ইবনে আব্বাসের উপর موقوف বর্ণনা।

ইমাম বুখারী (রহ:) বলেন: আমার নিকট আমর ইবনে মুহাম্মদ বলেন আমাকে হুশাইম বর্ণনা করে বলেন, আমাকে আবু বিশর এবং আতা ইবনে সায়েব বর্ণনা করেন, আর তারা সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে আর তিনি ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করে বলেন: "الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه" অর্থাৎ কাওসার হলো এমন প্রচুর কল্যাণ যা আল্লাহ শুধু তাকে দান করেছে

তালকীন দেওয়া হতো, আর তিনি তালকীন গ্রহণ করতেন। এটা তার
মূল কিতাবগুলোতে নেই।
তারা তার থেকে এমন কিছু হাদীস সমূহ বর্ণনা করে যেগুলো
তার কিতাবে নেই। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাকে তালকীন দেওয়া হত।
(تهذيب الكمال للمزي ١٨/٥٧ - ٥٨)
আহমাদ বিন ইসহাক আহমাদ বিন হাম্বাল থেকে এমনই বর্ণনা করেন
। তিনি আরেকটু বৃদ্ধি করে বলেন: যারা তার কিতাব থেকে শুনেছে। তাদের
হাদীসগুলো অধিকতর সহীহ
(تهذيب الكمال للمزي ١٨/٥٧ - ٥٨)
এমনকি ইমাম বুখারী (রহঃ) ও বলেছেন, তা হলো "ما حدث عنه عبد الرزاق
من كتابه فهو أصح" অর্থাৎ "আব্দুর রাজ্জাক তার কিতাব থেকে যা বর্ণনা করেন
তা অধিকতর সহিহ।
(ميزان الاعتدال للذهبي ٢/٦١٠)

ইমাম আবু যুরআ বলেন: আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) আমাদের কে অবহিত
করে বলেন: "আমরা হিজরী ২০০ বছর পূর্বে আঃ রাজ্জাকের কাছে এসেছিলা
ম, এমত অবস্থায় তিনি দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তার থেকে যারা দৃষ্টিশক্তি
চলে যাওয়ার পর শুনেছে তাদের শ্রবনের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।
(تهذيب الكمال ١٨/٥٨)
আহমদ (রহঃ) থেকে ইসহাক বিন হানীর রেওয়াতে আছে যে, তিনি বলেন:
আঃ রাজ্জাকের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর যারা তার হাদীস শুনেছে
তাদের হাদীসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। কেননা তখন তাকে

عن شعبة عن قتادة عن أنس
أخرج له البخاري ممن توبع على حديثه أو مقرونا بغيره أو لقرينة أخرى
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله

৩

আবু বিশির বলেন- আমি সাঈদ কে বললাম ! নিশ্চয়ে মানুষ তো বলে ! তা হল জান্নাতের একটি নহর ?! তখন সাঈদ বললেন ? জান্নাতে যে যে নহরটি রয়েছে তা ঐ কল্যাণেরই অন্তর্ভুক্ত. যা আল্লাহ শুধু তাকেই দান করেছেন .

(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض برقم ٦٢٠٧)

* ٣ — من أخرج لهم البخاري من كان صحيح الكتاب *

অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) ঐ সকল ثقات রাবীদের হাদীস নিয়েছেন যাদের সহিহ কিতাব ছিলো ॥

এর উদাহরণ হলো :

ইমাম আব্দুর রায্যাক ইবনে হুমাম আস্‌সানআনী (রহঃ)। যিনি অনেক বড় একজন হাফেজে হাদীস, যাকে ইমামগণ ثقة (তথা নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। শুধু মাত্র আব্বাস ইবনে আব্দুল আযীম ছাড়া তাঃ (আঃ রাজ্জাকের) ক্ষেত্রে তিনি বাড়াবাড়ীমূলক "كذب" বলেছেন, এ ক্ষেত্রে কেউই তার সাথে একমত হননি .

هدي الساري لابن حجر ص٥١٩

আসরাম বলেন ! আমি আবু আব্দুল্লাহ - আহমদ ইবনে হাম্বল -(রহঃ) কে "النار جبار" এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তখন তিনি বললেন :- "هذا باطل ليس من هذا شيء" অর্থাৎ হাদীসটি বাতিল। এই রকম কোন কিছুই সাব্যস্ত নেই। অতঃপর তিনি বললেন ! আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া কে তা বর্ণনা করে ?! আমি বললাম ! আহমাদ ইবনে শাব্বুয়াহ, তিনি বললেন ! এরা সকলে আঃ রাজ্জাক অন্ধ হওয়ার পর শুনেছেন, তাকে

অনেক বাতিল হাদীসের তালকীন দেওয়া হত। আর তিনি ইমাম যুহরী থেকে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করছিলেন যা আমরা তার মূল কিতাব থেকে লিখেছি, এমত অবস্থায় যে তিনি তা দেখছিলেন। অথচ তারা ~~তার বিপরিত~~ (আমরা যে হাদীস লিখেছি) তার বিপরিত হাদীস নিয়ে এসেছে।

(شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي ٢/٧٥٢)

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বলেন: যারা তাঁর থেকে শেষ বয়সে শুনেছে তাদের হাদীসের মধ্যে আপত্তি রয়েছে, তার থেকে অনেক "মুনকার হাদীস" বর্ণিত আছে।

(ميزان الاعتدال للذهبي ٢/٦١٠)

* من سمع منه (أي عبد الرزاق) قبل الاختلاط *

অর্থাৎ তার থেকে যারা اختلاط এর পূর্বে শুনেছে তাদের একটি তালিকা।

১/ আহমাদ বিন হাম্বাল ২/ ইসহাক বিন রাহুইয়া ৩/ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ৪/ আলী ইবনুল মাদীনী ৫/ এবং ওয়াকীসহ অন্যান্যরা।

* من سمع منه بعد ما عمي *

যারা তার অন্ধ হওয়ার পর শুনেছে তাদের তালিকা।

১/ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন শাব্বুইয়া ২/ ইব্রাহীম বিন মানসুর আররামাদী ৩/ মুহাম্মদ বিন হাম্মাদ আত্তিহরানী ৪/ এবং ইসহাক বিন ইব্রাহীম আদ্দাবরী... (التبصرة والتذكرة شرح الألفية ٣/٢٧٥ وفتح المغيث ٣/٢٨٥)

২৮০ হিজরির কাছাকাছি সময় পর্যন্ত হয়তো পেয়েছেন, এবং তার থেকে বাকীরা ও বর্ণনা করেছেন,

(هدي الساري لابن حجر ص ٥١٩)

* نموذج من حديث عبد الرزاق مما أنكر عليه *
আ: রাযযাকের যে সকল হাদীস "মুনকার"
বলা হয় তার একটি নমুনা।

روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: الخيل معقود في نواصيها الخير ... الحديث، هذا اللفظ أخرجه البخاري من عدة طرق:

অর্থাৎ "الخيل معقود في نواصيها الخير" (ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লেখা থাকে) আ: রাজ্জাকের সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) এই শব্দে (লফজে) একাধিক সূত্রে এনেছেন,

যেমন: ১/ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام

٢/ ومن طريق شعبة عن الحصين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي عليه الصلاة والسلام...

٣/ ومن طريق زكريا عن عامر عن عروة البارقي عن النبي عليه الصلاة والسلام...

٤/ ومن طريق شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام...

আর ইমাম মুসলিম (রহঃ) হাদীসটি ইবনে ওমর, উরওয়া আল বারাকী, জারীর বিন আব্দুল্লাহ এবং আনাস বিন মালেক (রহঃ) এর সূত্রে এনেছেন। তারা উভয়েই - ইমাম বুখারী ও মুসলিম - হাদীসটি উল্লেখিত প্রথম সনদে আনেন নি। বরং তারা ইমাম আব্দুর রাজ্জাক থেকে এ

সহীহ বুখারীতে যেসমস্ত মুখতালিত রাবী স্থান পেয়েছে।

ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুখাল্লাদ আল হানজালি আবু মোহাম্মদ ইবনে রাহয়াই।

قال عبيده الاجري سمعت ابا داود يقول اسحاق ابن رهوي تغير قبل ان يموت بخمسه شهر. وقال ابو الحجاج قيل اسحاق (اختلط في اخر عمره (تهذيب التهذيب 1/ 247

জারির ইবনে হাজাম ইবনে জায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আজদি আল বাসরী।

قال ابن مهدي هو اثبت من قرط قال واختلط يعني جريرا فحجبه اولاده فلم يسمع منه احد في حال اختلاطه.

(وقال ابو حاتم تغير قبل موته بسنه (ميزان الاعتدال 1/ 499

জারির ইবনে আব্দুল হামিদ ইবনে কুর্ত

قال احمد بن حنبل لم يكن بالذكي اختلط عليه حديث اشعثو عاصم الاحول حتى قدم عليه بهز معرفه نقله اللقيلي

وقال البيهقي في سننه نسب في اخر عمره الى سوع حفظ تهذيب التهذيب 1/ 581

হাজ্জাজ ইবনে মোহাম্মদ আল মাসিসি আবু মুহাম্মদ আল আ'ওয়ারী رويا ابراهيم ابن الحربي اخبرني صديق لي قال لما قدم حجاج بغداد اخر مره خلط فرأه ابن معين يختلط فقال لابنه لا يدخل عليه احد) ميزان الاعتدال (1/590)

হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান আস সালামী আবু হুযাইল আল কুফী قال ابو حاتم ساء حفظه في الاخر

وقال يزيد ابن هارون اختلط

)ميزان الاعتدال(96/ 2

হাফস ইবনে গিয়াস ইবনে তালক ইবনে মুয়াবিয়া আন নাখায়ী قال داوود بن رشيد حفص ابن غياث كثير

الغلط) ميزان الاعتدال(117/ 2

খালেদ ইবনে মিহরান আবুল মুনায়িল আল বাসারী

(قال ابن هجر الاسقلاني حماد بن زايد من تغييره حفظه باخره . (تهذيب التهذيب 2/ 377

দাউদ ইবনে আবি হিন্দ আল কাস্থিরী মাওলাহোম আবু বকর আল বাসারী

قال ابن هبان روي روعهخمسة احاديثه لم يسمعها منه وكان خيار اهل البصره من المتقنين في الروايه الا انه كان يهم اذا

(حدث من حفظه (تهذيب التهذيب 2/ 448

সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ কাইসানি আল মাকবুরি আবু সাঈদ আল মাদানী

(قال ابن هجر الاسقلاني ابن سعيد ثقه لكنه اختلط قبل موته باربع سنين(ميزان الاعتدال 2/ 449

সাঈদ ইবনে ইয়াস আল জারিরী আবু মাসউদ আল বাসারী

قال يحيى ابن معين عن محمد بن عدي لا نكذب لله سمعنا من الجليل وهو مختلط (ميزان الاعتدال 2/ 422) تهذيب

(الكمال في اسماء الرجال 7/ 133

সাঈদ ইবনে আবি হিলাল আল লাইসি আবুল আলা আল মিসরী এর মাওলা

(قال الساجي صدوق كان احمد يقول ما ادري اي شيء يختلط في الاحاديث (تهذيب التهذيب3/ 170

সুফয়ান ইবনে উয়াইনা ইবনে আবি ইমরান মাইমুন আল হিলালী আবু মুহাম্মদ আল কুফী

قال ابن عمار سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول اشهد ان سفيان بن عوينا اختلط سنة سبع وتسعين ومأة فمن سمع منه في هذه السنه وبعدها فسماعه لا شيء (تهذيب التهذيب 3/ 127.

সোহাইল ইবনে আবি সালেহ যাকওয়ান আস সিমানি আবু ইয়াজিদ আল মাদানি

ذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ قيل في حديثه بالعراق انه نسيء الكثير منه وساء حفظه في اخر عمره (تهذيب التهذيب 3/ 255)

আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার ইবনে গাইলানআর রুকিইয়ী আবু আব্দুর রহমান আল কুরাশী

(قال ابن حبان يختلط سنه سماني عشرة ولم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا (ميزان الاعتدال 3/ 238

(وقال النسائي ليس به باس قبل ان يتغير (ميزان الاعتدال 3/ 238

আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর ইবনে সুয়াইদ আল লাখমী আল কুফী

(قال ابن معين هو مختلط (ميزان الاعتدال 3/ 558

(وقال احمد بن حنبل ضعيف يغلط (ميزان الاعتدال 3/ 558

وقال ابو حاتم ليس بحافظ تغير حفظه(ميزان الاعتدال 588 /3

আব্দুল ওয়াহাব ইবনে আব্দুল মাজিদ ইবনে সালত

(نقل ابن قطان عن ابن مريم قال اختلط بأخرة(ميزان الاعتدال4/ 22

(وذكر العقيلي فقال تغير في اخر عمره (ميزان الاعتدال 4/ 21

উবাইদা ইবনে মা'তাব আস সাবায়ী আবু আব্দুল করিম আল কুফী

قال النسائي رحمه الله ضعيف وكان تغير وقال وقال ابن حبان رحمه الله اختلط باخره (تهذيب التهذيب4/ 625

উসমান ইবনে হাইসাম ইবনে জাহম ইবনে ঈসা আল বাসারী

(قال ابو حاتم كان صدوقا غير انه باخره كان يتلقن ما يلقن (تهذيب التهذيب 5/ 48

আতা ইবনে আবি রাবাহ আসলাম আল কুরাশী

আতা ইবনে সায়েব আবু মুহাম্মদ তাকে আবু সায়েব আস সাকাফী আল কুফী বলা হয়

(قال ابن معين رحمه الله . عطاء بن السائب اختلط (تحذيب التهذيب 5/ 87

আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ আবু ইসহাক আস সাবিয়ী আল কুফী

398 /5 (قال ابن معين رحمه الله سمع عنه ابن عوينه رحمه الله بعد تغايره (تهريب التهذيب

কুরাইশ ইবনে আনাস আল আনসারী আবু আনাস আল বসরী

قال ابو حاتم رحمه الله لا باس به الا انه تغير وقال ابن حبان اختلط فظهر في حديثه مناكير

16 /6 ((تهذيب التهذيب

মুহাম্মদ ইবনে ফজলআস সাদুসী আবু নূমান আল বাসরী তিনি আরেম নামে প্রশিদ্ধ

447 /6(قال البخاري رحمه الله تخير في اخر عمره (تهذيب التهذيب

হেলাল ইবনে খাব্বাব আল কুফী

312 /4(قال ابن القتان رحمه الله. اتيته وكان قد تغير (ميزان الاعتدال

উহাইব তাসগীর দ্বারা হবে ইবনে খালেদ ইবনে আজলান আল বাহেলী

قال الامام الازوري رحمه الله تعالى عن عبيد عود تغير وهب ابن خالد وكان ثقه

509 /7((تهذيب التهذيب

মাওলানা মুফতী ইমরান রাজিব

মাওলানা মারুফ বিল্লাহ

গ্রন্থপঞ্জীঃ

🟦 صحيح البخاري

🟦 صحيح مسلم

🟦 سنن الترمذي

🟦 الكتاب: شرح علل الترمذي

المؤلف: الامام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ، الشهير بابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥ هـ

المحقق: أ د نور الدين عتر

الناشر: دار السلام

الطبعة: الأولى، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

عدد الأجزاء: ٢

🟦 الكتاب: المختلطين

المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت

٧٦١هـ)

المحقق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي عبد الباسط مزيد

الناشر: مكتبة الخانجي – القاهرة

الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

عدد الأجزاء: ١

الاختلاط عند المحدثين : ومنهج البخاري في الرواية عن المختلطين ⬜

Author قوفي، حميد

Publication Date 2020

Publication Name دراسات إسلامية

Citation قوفي، حميد ."الاختلاط عند المحدثين : ومنهج البخاري في الرواية عن المختلطين" دراسات إسلامية: مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية، الجزائر .مج12، ع(2020) 2:09-32.

ISSN 1112-8011

https: / /www.asjp.cerist.dz /en /article /140294

এবার যারা অধ্যয়ন সম্পন্ন করলেন

(ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ব)

১ মাও. ইমরান আল রাজীব
পিতাঃ মো. এখলাস মিয়া
অলুয়া, বড়বাড়ি, নোয়াগাঁও, মানিক বাজার(৩৩১০) বাহুবল, হবিগঞ্জ
ফোনঃ ০১৭০৩৪২১০৮১

২ মাও. মো. মারুফ আহমেদ
পিতাঃ মো. মাহফুজুর রহমান
দ.পিটিআই পাড়া, মাগুরা, বড়বয়রা, সোনাডাঙ্গা, খুলনা
ফোনঃ ০১৩১৬৭৫৫২৮৫

৩ মাও. সানাউল্লাহ আল মাহমুদ
পিতাঃ মাও. আবদুস সাত্তার তরফদার
মঙ্গলকোট, কেশবপুর, যশোর
ফোনঃ ০১৭৭৭১৪৯৩১৩

৪ মাও. ইয়াহইয়া
পিতাঃ মুফতি সাইফুল ইসলাম
ঝুমঝুম পুর, কোতয়ালী, যশোর-৭৪০০
ফোনঃ ০১৯৮৫৯৫৭৬৬৯

৫ মাও. জহিরুল ইসলাম
পিতাঃ মো. আবু তাহের
আন্ডারচর, শান্তিরহাট, চর কাওনিয়া সদর, নোয়াখালী
ফোনঃ ০১৮৭৫৮৪৬৭১৯

৬ মাও. আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতাঃ মো. আতিকুর রহমান
জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাও
ফোনঃ ০১৭১৯০২৫৮১৭

৭ মাও. মাহদী হাসান
পিতাঃ মো. রব্বান মোল্লা
সারুটিয়া, কাতলাগাড়ী, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
ফোনঃ ০১৩০৪২৩০৫৭৭

৮ মাও. আব্দুর রহমান খাঁন
পিতাঃ মো. মুখলিসুর রহমান খাঁন
হাতুরাবাড়ি, খাঁনবাড়ী, কসবা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
ফোনঃ ০১৭২৭১২১৬৭৩

৯ মাও. সোলাইমান
পিতাঃ জনাব মো. রুহুল আমিন
পশ্চিম উরিরচর, জনতা বাজার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী
ফোনঃ ০১৮৪০১৮৯৯৫৩

১০ মাও. সাঈদ আহমদ
পিতাঃ ক্বারী আবদুর রহমান
ছোট আলীপুর, মান্দারকান্দি, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
ফোনঃ ০১৩১৭৪৩০৩০১

মাও. সাঈদ জাকারিয়া
১১
পিতা: মো. শামছুল হক
রঘুণাথপুর, আতাইকুলা,
আতাইকুলা, পাবনা
ফোন: ০১৭০৩৪৮৬১৬১
মাও. তাজুল ইসলাম
১২
পিতা: সেলিম উদ্দিন
মুহাম্মদপুর, নতুন সুখচর,
হাতিয়া, নোয়াখালী
ফোন: ০১৩১১৩৯৪৯৭৩
মাও. হাবীবুল্লাহ
১৩
পিতা: আব্দুল হামিদ
রানীগ্রাম, সিরাজগঞ্জ(৬৭০০),
সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৭২৫৬৮৬০৬৪
মাও. হুসাইন আহমদ
১৪
পিতা: আবদুস সালাম
বটতলীকান্দী, বাঁশগাড়ী, রায়পুরা,
নরসিংদী
ফোন: ০১৭৫৬৯১৮৯৩৬
মাও. হাম্মাদ হাসান
১৫
পিতা: মো. সাইদুল হক
চিকনা মনোহর, চক পাঁচপাড়া
(২২২০), ত্রিশাল, মোমেনশাহী
ফোন: ০১৭০৪০৮৪৪০০
মাও. আহসানুল্লাহ
১৬
পিতা: মো. আশরাফুল ইসলাম
বাকীবেগ পুর, বৃ পাথুরিয়া, গুরুদাস-
পুর, নাটোর
ফোন: ০১৭০৯০১১৪০০
মাও. মারুফ বিল্লাহ
১৭
পিতা: মহিনদ্দিন মুন্সি
খাঁনপুর, শত্রুজিৎপুর, মাগুরা সদর,
মাগুরা
ফোন: ০১৩২২৪৮৪০১৮
মাও. নাঈমুল হাসান
১৮
পিতা: মো. হাসেন আলী
চরপাড়া, ফকিরের বাজার, বারহাট্টা,
নেত্রকোনা
ফোন: ০১৬৩০৩১১৯১১